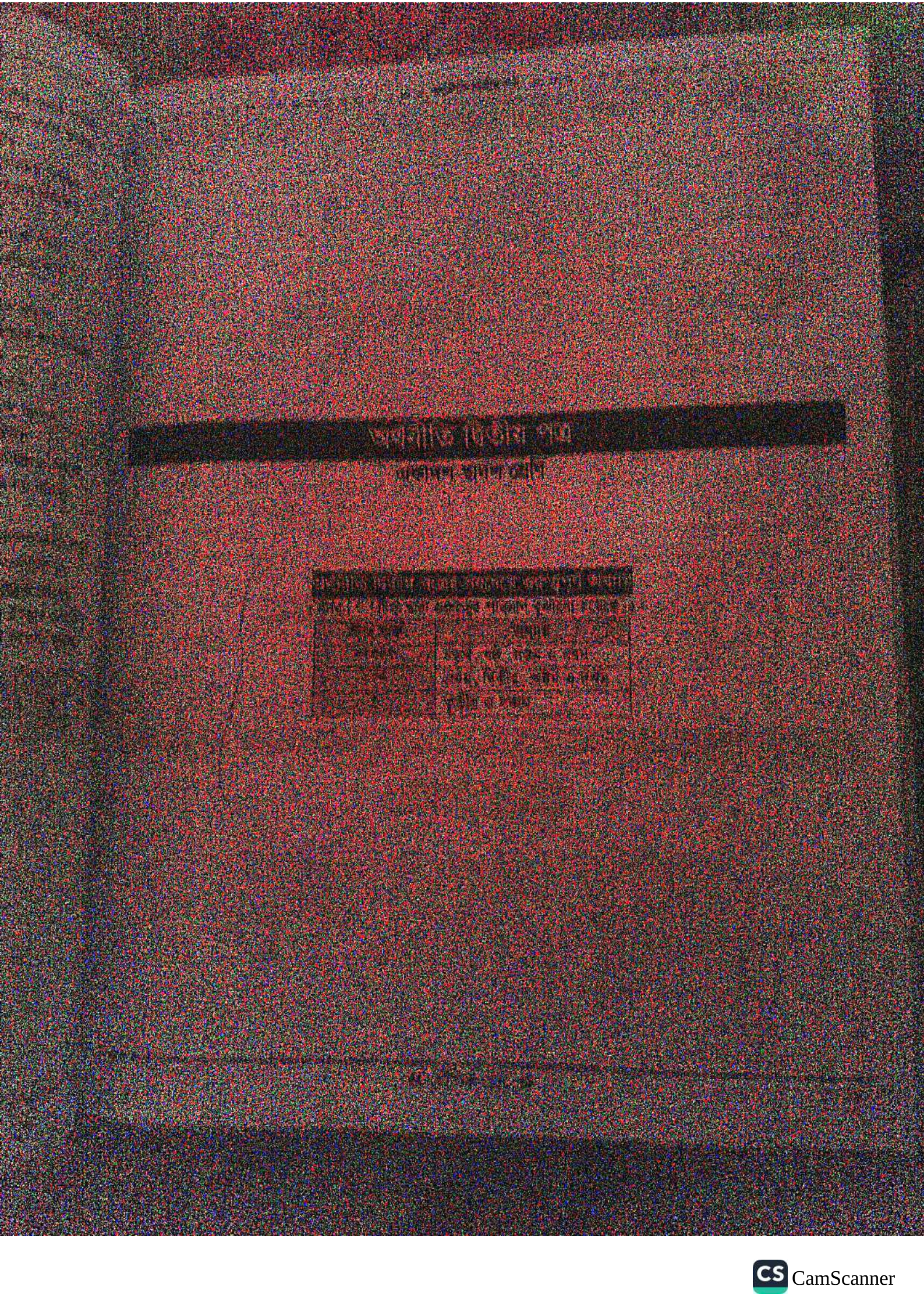

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রায় ১২০০ সাল পর্যন্ত কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন যুগের এ অর্থনীতিকে অনেকে 'আদি ও হিন্দু যুগে'র অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১২০০-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মধ্যযুগের অর্থনীতিতে মুসলিম যুগের শাসনামল লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে মুসলিম শাসনামলকে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৩০১ সালে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বিনিময় প্রথা রহিত করে বাংলার সোনারগাঁয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন। এ সময়ে নৌ-শিল্পের কিছুটা প্রসার ঘটে।

সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত

- ইংরেজরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়- ১৬০৮ সালে।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুরু হয় ইংরেজি- ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬)।
- ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল- কুটির শিল্প।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- কৃষিনির্ভর অর্থনীতি (অনুন্নত)
- অতিরিক্ত জনসংখ্যা
- উন্নয়নশীল শিল্পখাত
- বেকারত্ব
- স্বল্প মাথাপিছু আয়
- মূলধন ও বিনিয়োগের স্বল্পতা
- বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি
- মুদ্রাস্ফীতি
- বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা
- অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো
- দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
- বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

☐ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র উপাদানসমূহ হলো-

- ভৌগোলিক অবস্থান
- নদ-নদী
- মৃত্তিকা
- প্রাণীজ সম্পদ
- ভূ-প্রকৃতি
- জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত
- উদ্ভিদ
- বায়ু প্রবাহ
- উপকূল রেখা
- তাপমাত্রা
- খনিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদগুলো হলো- গ্যাস, কয়লা, তেল, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, গন্ধক ইত্যাদি।
- সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো- জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- শীতকালে বাংলাদেশকে সাইবেরিয়ান হিমবায় থেকে রক্ষা করে- হিমালয় পর্বতমালা।
- বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা- ২০০ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাতকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাত

উৎপাদনভিত্তিক খাত
- কৃষি খাত
- শিল্প খাত
- সেবা খাত

মালিকানাভিত্তিক খাত
- সরকারি খাত
- বেসরকারি খাত

অঞ্চলভিত্তিক খাত
- গ্রামীণ খাত
- শহুরে খাত

- বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাংক বিমা, গৃহায়ন, ডাক্তার-উকিলের পরামর্শ, সেবিকার সেবা, শিক্ষকতা, শিল্পী গায়ক প্রভৃতি- সেবা খাতের আওতাভুক্ত।
- গ্রামীণ শিল্পখাত বলতে প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান মোট শিল্পের অবদানের প্রায় ১/৩ ভাগ।

CamScanner

অনুশীলনী

01. কোনটি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদান?
A. মূল্যবোধ B. শিক্ষা
C. স্বাস্থ্য D. হাইটেক পার্ক

02. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদান কোনটি?
A. বাবস্থান B. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
C. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা D. যাতায়াত ও যোগাযোগ

03. বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক খাত কোনটি?
A. কৃষিও শিল্পখাত B. বন ও পরিবেশ খাত
C. সরকারি ও বেসরকারি খাত D. গ্রামীণ ও শহুরে খাত

04. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য-
A. কৃষিখাতে অগ্রসরতা B. জনশক্তির অপূর্ণ ব্যবহার
C. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা D. অনুকূল সামাজিক পরিবেশ

05. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. শিল্পের ওপর নির্ভরশীলতা
B. বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতা
C. কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা
D. প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা

06. বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারায় নিচের কোনটি হ্রাস পাচ্ছে?
A. মাথাপিছু আয় B. দারিদ্র্যের হার
C. গড় আয়ুষ্কাল D. জীবনযাত্রার মান

07. কোনটি সামাজিক অবকাঠামোর উপাদান?
A. শক্তি সম্পদ B. ডাক
C. সেতু D. জনস্বাস্থ্য

08. বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর-
A. আয়তন B. ভৌগোলিক অবস্থান
C. জনসংখ্যা D. ব্যবসা-বাণিজ্য

09. বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোর গ্রামীণ খাত কোনটি?
A. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ
B. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
C. মাঝারি ও বৃহৎশিল্প
D. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাত

10. বাংলা ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোনটি?
A. পাল যুগ B. মুসলিম যুগ
C. ইংরেজ যুগ D. মুঘল যুগ

11. ৭৬ এর মন্বন্তর শুরু হয় ইংরেজি কোন সনে?
A. ১৭২৮ B. ১৭৬৮
C. ১৭৬৯ D. ১৭৭০

12. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলা মুদ্রা প্রচলন করেন?
A. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ B. শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
C. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ D. ঈশা খাঁ

13. বাংলা কোন সনে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' নামে পরিচিত?
A. ১০৭৬ B. ১১৭৬
C. ১২৭৬ D. ১৩৭৬

14. শীতকালে বাংলাদেশকে সাইবেরিয়ান হিমবাহ থেকে রক্ষা করে কোনটি?
A. বঙ্গোপসাগর B. হিমালয় পর্বতমালা
C. উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় D. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়

15. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?
A. জাতি B. সংস্কৃতি
C. জনসংখ্যা D. জলবায়ু

16. কোনটি গ্রামীন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
A. বনজ সম্পদ B. বৃহৎশিল্প
C. উচ্চ শিক্ষা D. উন্নত পরিবহণ

17. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫

18. মানবিক পরিবেশের উপাদান হলো–
A. জাতি B. জনসংখ্যা
C. জলবায়ু D. A + B

19. ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন এ স্থানে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল–
A. কুটির শিল্প B. তাঁতশিল্প
C. বয়ন শিল্প D. সবগুলো

20. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো–
A. অনুন্নত কৃষি B. অনুন্নত অবকাঠামো
C. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি D. সবগুলো

21. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলো–
A. ভূ-প্রকৃতি B. জলবায়ু
C. জনসংখ্যা D. A + B

22. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–
A. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
B. ক্রমবর্ধমান হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
C. শিল্পে পশ্চাৎপদতা D. A + C

উত্তরমালা									
01	D	02	D	03	D	04	B	05	C
06	B	07	D	08	B	09	B	10	B
11	D	12	B	13	B	14	B	15	D
16	A	17	C	18	D	19	A	20	D
21	D	22	D						

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের কৃষি

কৃষি মানুষের আদিম পেশা বা পৃথিবীর প্রাচীন পেশা। মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছে কৃষি দ্বারা। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর।

কৃষির উপখাত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী সার্বিক খাত হিসেবে কৃষি খাতকে ২টি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। উপখাত ২টি হলো- (১) কৃষি ও বনজ এবং (২) মৎস্য।

- **কৃষি ও বনজ খাত ৩টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। যথা-**
  (ক) শস্য ও শাকসব্জি (খ) প্রাণিজ সম্পদ
  (গ) বনজ সম্পদ
- **সার্বিক খাত:** কৃষিকাজের ধরন ও উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সার্বিক কৃষিখাতের ৪টি উপখাত রয়েছে। যথা-
  (ক) শস্য ও শাকসব্জি (গ) বনজ সম্পদ
  (খ) প্রাণিজ সম্পদ (ঘ) মৎস্য সম্পদ

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির বাহ্যিক অবস্থানকে কৃষি খামার বলে। অন্যদিকে কোনো একজন কৃষক বা সংগঠকের অধীনে নির্দিষ্ট বা বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনের আবাদযোগ্য, তাকে কৃষিজোত বলে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ কৃষি খামারে পরিচালিত কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের চাহিদা মেটানো। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিখামারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

কৃষিখামার

চাষাবাদের প্রকৃতি ও আয়তনের ভিত্তিতে

- জীবননির্বাহী খামার
- বাণিজ্যিক খামার

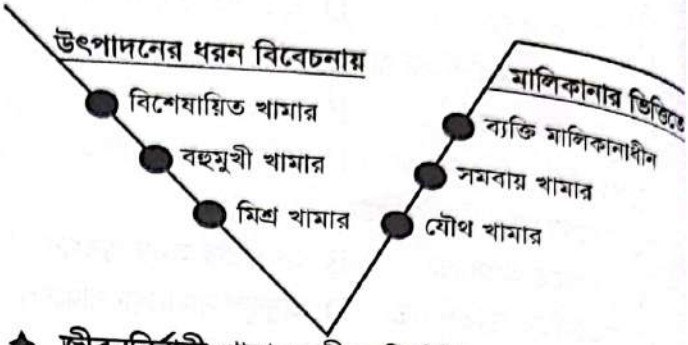

- **জীবননির্বাহী খামার:** জীবননির্বাহী খামার বা 'আত্মতোষ খামার' বলতে বোঝায়, ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমি, যেখানে উত্তম চাষাবাদের মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দ্বার উৎপাদনকারী কৃষক কোনো রকমভাবে জীবিকানির্বাহে সক্ষম। এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত ও পরিদর্শনব্যবস্থা অদক্ষ তাই **উদ্বৃত্ত কম সৃষ্টি** হয়।
- **বাণিজ্যিক খামার:** যে খামার মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে। এ ধরনের খামারে উৎপাদনকার্য পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং বাজারজাতকরণে দক্ষ শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়।

জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য

জীবননির্বাহী খামার	বাণিজ্যিক খামার
১. ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট।	১. বৃহদায়তন বিশিষ্ট।
২. পারিবারিক ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য।	২. মুনাফার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভিত্তিক।
৩. উৎপাদনে সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহার।	৩. উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার।
৪. উৎপাদনের দক্ষতা কম থাকে।	৪. উৎপাদনে দক্ষতা বেশি।
৫. ঝুঁকির পরিমাণ কম।	৫. ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।
৬. কম মূলধন বিনিয়োগ হয়।	৬. বেশি মূলধন বিনিয়োগ হয়।

- **সমবায় খামার:** কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে বৃহদায়তন খামার গঠন করে তাকে সমবায় খামার বলে।

আদর্শ খামার

বাংলাদেশে সাধারণত ৩ একর জমিকে আদর্শ খামার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আদর্শ খামারের নির্ধারকসমূহ:

▪ জমির আয়তন ▪ জমির প্রকৃতি	▪ ফসলের প্রকৃতি ▪ প্রযুক্তি	▪ জলবায়ু

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌছায়।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ:

▪ কৃষকের দরিদ্রতা	▪ বিপণন ঋণের অভাব	▪ সরকারি নীতির অভাব
▪ অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা	▪ শিক্ষার অভাব	▪ প্রতিযোগিতার অভাব
▪ অপ্রতুল বাজার সুবিধা	▪ পণ্যের নিম্নমান	▪ সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি
▪ ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ	▪ বাজার তথ্যের অভাব	▪ গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুবিধা
▪ সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি	▪ বাজার উত্থান-পতন	

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশে উৎপন্ন শস্যসমূহকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(i) খাদ্যশস্য: ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, তৈলবীজ, মসলা, ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি।

(ii) অর্থকরী শস্য: পাট, তুলা, রাবার, চা, আখ, তামাক, রেশম ইত্যাদি।

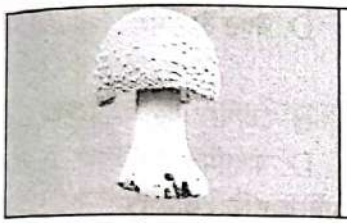

মাশরুম চাষ

মাশরুম হলো এক প্রকার ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। মাশরুম উৎপাদনে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না।

বৈশিষ্ট্য- সম্পূর্ণ হালাল সবজি, অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি।

- Biotechnology প্রথম প্রবর্তন করেন- Kerl Ereky.
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে মূলত চিংড়ি চাষ করা হয়- দক্ষিণাঞ্চল।

কৃষিঋণ

কৃষির আনুষাঙ্গিক উপকরণ ক্রয় এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকেরা যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে কৃষিঋণ বলে। কৃষিঋণকে কৃষকের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষিঋণ	সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণ
▪ উৎপাদনশীল ঋণ	▪ স্বল্পকালীন ঋণ
▪ ভোগ্য ঋণ	▪ মধ্যকালীন ঋণ
▪ অনুৎপাদনশীল ঋণ	▪ দীর্ঘকালীন ঋণ

শস্য বহুমুখীকরণ

একই জমি বা কৃষিজোতে বছরে একটি মাত্র একই জাতের শস্যের উৎপাদন না করে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে শস্যের বহুমুখীকরণ বলে।

- **শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা-** মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিতে ঝুঁকির মাত্রা কমে, কৃষকের সময় ও শ্রমের অপচয় হয় না, সেচ যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি

১. প্রকৃত কৃষকদের নিকট খাস জমি প্রদান	৩. কৃষি উপকরণ বিতরণ	৫. শস্য বহুমুখীকরণ
২. কৃষি ঋণ বিতরণ	৪. কৃষি বীজ সহায়তা	৬. সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

কৃষি ও পরিবেশ

মানুষই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, খরা, লবণাক্তার হারসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

CamScanner

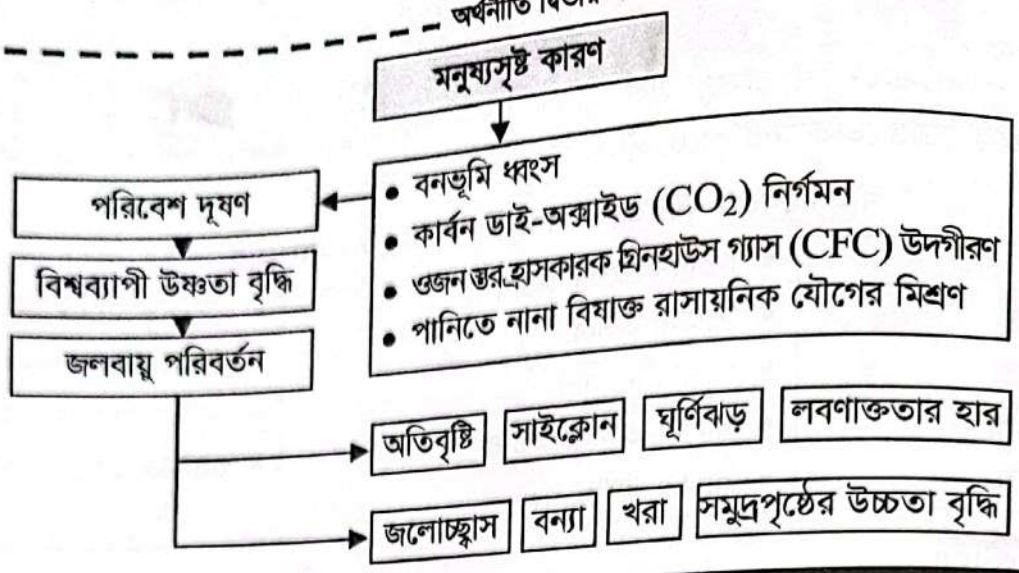

অনুশীলনী

01. শস্যবহুমুখীকরণের প্রভাব কোনটি?
A. উৎপাদন বৃদ্ধি B. ঝুঁকি বৃদ্ধি
C. দক্ষতা হ্রাস D. মাটির উর্বরতা হ্রাস

02. নিচু পর্যায় হতে জীবনধারণের মানকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করাই হলো-
A. শিক্ষা B. শ্রেণিবিন্যাস
C. নমুনাকরণ D. বিপণন

03. পরিবেশ দূষণের প্রাথমিক ফলাফল কী?
A. উদ্বাস্তু সমস্যা B. খাদ্য সংকট
C. নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়া D. উষ্ণতা বৃদ্ধি

04. কোনো দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার?
A. ২৫ B. ১৫ C. ৯ D. ১৯

05. কোনটি বৈশ্বিক উচ্ছতা দ্বারা প্রভাবিত নয়?
A. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি B. লবণাক্ততার হার বৃদ্ধি
C. ভূমিকম্প D. সাইক্লোন

06. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা B. উন্নত প্রযুক্তি
C. অধিক মূলধন D. সম্প্রসারিত বাজার

07. কোনটি কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত?
A. শস্য খাত B. মৎস্য খাত
C. পশু খাত D. বনজ খাত

08. কৃষিকাজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন খাতের মধ্যে পড়ে?
A. উৎপাদনভিত্তিক B. মালিকানাভিত্তিক
C. শহুরে খাত D. সেবাখাত

09. জীবননির্বাহী খামারে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয় না কেন?
A. আয়তন ছোট B. আয়তন বড়
C. মূলধনের স্বল্পতা D. কৃষকের অনীহা

উত্তরমালা									
01	A	02	D	03	D	04	A	05	C
06	A	07	A	08	A	09	A		

10. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষকই কৃষিকাজ করে কীসের জন্য?
A. আত্মপোষণ B. বাণিজ্যিক উৎপাদন
C. মুনাফা অর্জন D. উদ্বৃত্ত উৎপাদন

11. তুলা কোন ধরনের দ্রব্য?
A. মূলধনী B. ভোগ্য
C. প্রাথমিক D. মাধ্যমিক

12. বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কোনটি?
A. শিল্প B. বাণিজ্য
C. সেবা D. কৃষি

13. বাংলাদেশের কৃষিখাত প্রধাণত কয়টি উপখাত নিয়ে গঠিত?
A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫

14. বাংলাদেশে কৃষির উপখাত কয়টি?
A. ৩ B. ৪
C. ৫ D. ৬

15. কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে খামার গড়ে তোলে তাকে বলে–
A. ব্যক্তিগত খামার B. ক্ষুদ্রায়তন খামার
C. সমবায় খামার D. যৌথ খামার

16. কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
A. গ্রাম্য মহাজন B. আত্মীয়-স্বজন
C. ধনী কৃষক D. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

17. Bio-Technology শব্দটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়?
A. ১৯১৭ B. ১৯১৮
C. ১৯১৯ D. ১৯২০

উত্তরমালা									
10	A	11	C	12	D	13	A	14	A
15	C	16	D	17	C				

18. প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ কত?
A. ০.০৫-০.৪৯ B. ০.৫০-২.৪৯
C. ২.৫০-৭.৪৯ একর D. ৭.৪৯-উর্ধ্বে

19. Bio-Technology শব্দের অর্থ কী?
A. কৃষি প্রযুক্তি B. জৈব প্রযুক্তি
C. প্রাচীন জৈব প্রযুক্তি D. আধুনিক জৈব প্রযুক্তি

20. কোন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না?
A. ধান B. পাট
C. চা D. মাশরুম

21. বহুমুখী খামার কোন ধরনের খামারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
A. জীবননির্বাহী B. বাণিজ্যিক
C. বিশেষায়িত D. মিশ্র

22. চাষাবাদের প্রকৃতি ও আয়তনের দিক থেকে কৃষিখামার কত প্রকার?
A. ৩ B. ২
C. ৪ D. ৫

23. বাংলাদেশের আদর্শ কৃষিখামারের আয়তন কত?
A. ১০ একর B. ৯ একর
C. ৪ একর D. ৩ একর

24. বাংলাদেশে কৃষিঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
A. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক B. সমবায় ব্যাংক
C. রাজশাহী কৃষি উন্নয় ব্যাংক D. গ্রামীণ ব্যাংক

25. লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান হিসেবে কিসের উদাহরণ-
A. বায়োফার্মিং B. বায়োফুয়েল
C. উফশি D. বায়োটেকনোলজি

26. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী কে?
A. সূর্য B. বরফ
C. মানুষ D. সমুদ্র

27. মালিকানা ভিত্তিতে খামার কত প্রকার?
A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫

28. কোন খামারকে আত্মতোষণ খামার বলা হয়?
A. মিশ্র খামার B. সমবায় খামার
C. বাণিজ্যিক খামার D. জীবননির্বাহী খামার

29. বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে?
A. বহুমুখী খামার B. জীবননির্বাহী খামার
C. সমবায় খামার D. যৌথমূলধনী খামার

30. মুনাফা অর্জন কোন কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য?
A. বাণিজ্যিক B. জীবননির্বাহী
C. বহুমুখী D. সমবায়

উত্তরমালা									
18	A	19	D	20	D	21	D	22	B
23	D	24	D	25	C	26	C	27	B
28	D	29	B	30	A				

31. কৃষিপণ্যের বিপনন কী?
A. পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা B. পণ্যের ঝুঁকি বহন করা
C. পণ্যের বিনিময় হার বৃদ্ধি করা D. পণ্যের বাজারজাতকরণ

32. বাংলাদেশে কোন অঞ্চলে মূলত চিংড়ি চাষ করা হয়?
A. উত্তরাঞ্চলে B. দক্ষিণাঞ্চলে
C. পূর্বাঞ্চালে D. পশ্চিমাঞ্চলে

33. কৃষিজাত বলতে কী বোঝায়?
A. একই কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী অবিচ্ছিন্ন জমি
B. একই কৃষিপণ্য উৎপাদরকারী ভিন্ন ভিন্ন জমি
C. একজন কৃষকের সকল কৃষিজমি
D. ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী অবিচ্ছিন্ন জমি

34. শষ্যবহুমুখীকরণের ফলে–
A. ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় B. পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন কমে
C. কৃষকের আয় কমে D. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়

35. কোনটি পৃথিবীর প্রাচীন পেশা?
A. কৃষিকাজ B. তথ্য প্রযুক্তি
C. মৎস্যশিকার D. ব্যবসা

36. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. কৃষি একক বৃহত্তম খাত B. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য
C. জীবনযাত্রার মানের অবনতি D. বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস

37. পরিবারের ভরণ-পোষণই প্রধান লক্ষ্য কোন খামারের?
A. জীবননির্বাহী খামার B. বাণিজ্যিক খামার
C. বহুমুখী খামার D. সমবায় খামার

38. কোন ধরনের কৃষিজ উৎপাদনে কৃষিজমির প্রয়োজন হয় না?
A. ধান B. চা
C. পাট D. মাশরুম

39. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো–
A. অনুন্নত কৃষি B. অনুন্নত অবকাঠামো
C. খনিজ সম্পদ D. সবগুলো

40. শ্রমশক্তি নিয়োগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত হলো–
A. পোশাকশিল্প B. নিটওয়্যার শিল্প
C. কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প D. সবগুলো

41. উৎপাদনের ধরন বিবেচনায় কৃষিখামারের অন্তর্ভুক্ত হলো–
A. বিশেষায়িত খামার B. বহুমুখী খামার
C. মিশ্র খামার D. সবগুলো

42. সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণ নিচের কোনটি?
A. স্বল্পকালীন B. রুচিমাফিক উৎপাদন
C. পণ্য বাজারজাতকরণ D. A + B

উত্তরমালা									
31	D	32	B	33	C	34	D	35	A
36	A	37	A	38	D	39	D	40	D
41	D	42	D						

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের শিল্প

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। বাংলাদেশের শিল্পখাত ৪টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। যথা- 'ম্যানুফ্যাকচারিং', 'খনিজ ও খনন', 'বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি' ও 'নির্মাণ'।

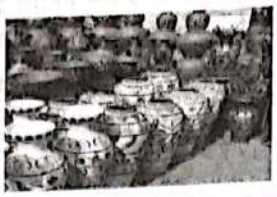

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

- দ্বৈত মালিকানা
- পুঁজির স্বল্পতা
- মূলধনীশিল্প বা ভারী শিল্প
- বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস
- ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের বিকাশ
- বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য
- ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন

বাংলাদেশে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশের শিল্পগুলোকে ৯টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শিল্পনীতিতে আরো ৩টি শিল্পের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পগুলো মোট ১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

- কুটির শিল্প
- ক্ষুদ্র শিল্প
- হস্ত ও কারুশিল্প
- মাইক্রো শিল্প
- মাঝারি শিল্প
- বৃহৎ শিল্প
- হাইটেক শিল্প
- সংরক্ষিত শিল্প
- অগ্রাধিকার শিল্প
- উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প
- সৃজনশীল শিল্প
- নিয়ন্ত্রিত শিল্প

শিল্প	বিশেষ তথ্য
কুটির শিল্প	মূলধন ৫ লক্ষ টাকার নিচে ও পারিবারিক সদস্য সংখ্যা ১০ জনের অধিক নয় এবং অত্যন্ত স্বল্প মূলধন, দেশি কাঁচামাল ও হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'পারিবারিক' সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত শিল্পকে কুটির শিল্প বলে। বাংলাদেশে রেশম শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, তাঁত শিল্প, লবণ শিল্প, মাদুর ও ফুলদানী ইত্যাদি হলো কুটির শিল্প।
ক্ষুদ্র শিল্প	জমি এবং কারখানা ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য- বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম পুঁজি, স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক ও মোটামুটি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ শিল্পের মালিকানা পরিবারের বাইরেও হতে পারে, অপেক্ষাকৃত আয়তন বড় এবং শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।
বৃহৎ শিল্প	যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বহুসংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে বৃহৎ শিল্প বলে। পাট, বস্ত্র, কাগজ, সার, সিমেন্ট, চিনি, সাবান, চা, রড, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ। **বৃহৎ শিল্পের সুবিধা-** শ্রমবিভাগের সুবিধা, পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ, ক্রয়-বিক্রয় সুবিধা ইত্যাদি।
সংরক্ষিত শিল্প	সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেসব শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন- অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম, পারমাণবিক শক্তি, টাকশাল ইত্যাদি।
অগ্রাধিকার শিল্প	জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, ভেষজ ঔষধ শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, হিমায়িত মৎস্য শিল্প, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, চা শিল্প, বীজ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প ইত্যাদি অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ।
উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প	কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, আইসিটি/সফ্টওয়্যার শিল্প, ঔষধ শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প ইত্যাদি উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ।
নিয়ন্ত্রিত শিল্প	স্যাটেলাইট চ্যানেল, সমুদ্র বন্দর, যাত্রী পরিবহণ বিমান, প্রাকৃতিক গ্যাস/তেল/কয়লা/অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ, রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প নিয়ন্ত্রিত শিল্পের উদাহরণ।

CamScanner

রপ্তানিমুখী শিল্প

সম্পূর্ণভাবে বিদেশের বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশে যে শিল্প গড়ে ওঠে তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে। রপ্তানিমুখী শিল্পের গুরুত্ব- দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি, উৎপাদনে বিশেষায়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের প্রসার, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি আধুনিকায়ন, মাথাপিছু আয় ও জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন।

রপ্তানিমুখী শিল্প: পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক।

পাট	**পাট শিল্পের গুরুত্ব-** কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ বান্ধব, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, রাজস্ব, শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার।
বস্ত্র	**বস্ত্র শিল্পের সমস্যা-** কাঁচামালের অভাব, অসম প্রতিযোগিতা, মূলধনের অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব, মান নিম্ন, বিদ্যুতের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি।
চা	**চা শিল্পের সমস্যা-** অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, শ্রমিকের অভাব, সংরক্ষণ সমস্যা, মূলধনের অভাব, যোগান সংকট, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, পরিবর্তক দ্রব্যের উপস্থিতি, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি।
তৈরি পোশাক	**পোশাক শিল্পের সমস্যা-** শুল্কবাধা ও প্রতিবন্ধকতা, কাঁচামালের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, অবাধ বাণিজ্যের প্রবাহ, অসম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। **পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধান-** শিল্প শ্রমিক প্রশিক্ষণ, দেশীয় কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ইত্যাদি।

আমদানি বিকল্প শিল্প

আমদানি না করে কোনো দেশের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন করে দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই হলো আমদানি বিকল্প শিল্প। আমদানি বিকল্প শিল্পের গুরুত্ব- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস, আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন।

অনুশীলনী

01. শিল্পনীতি-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
A. ৬ B. ৭
C. ৮ D. ৯

02. মাঝারি শিল্প (ম্যানু:) খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ন্যূনতম কতজন?
A. ২৫০ জনের অধিক B. ১০০ - ২৫০ জন
C. ৫০ - ১০০ জন D. ২৫ - ৯৯ জন

03. কোন শিল্পের মূল্য সংযোজন কম হলেও কর্মসংস্থান বেশি?/কোন শিল্পে আত্মকর্মসংস্থান বেশি?
A. বৃহৎ B. মাঝারি
C. ক্ষুদ্র D. কুটির

04. যে সমস্ত উদীয়মান শিল্প শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচনে ভূমিকা রাখে, তাকে কী ধরনের শিল্প বলে?
A. সংরক্ষিত B. কুটির
C. অগ্রাধিকার D. নিয়ন্ত্রিত

05. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধক গবেষণানির্ভর শিল্প হলো-
A. মাইক্রোশিল্প B. হাইটেকশিল্প
C. সংরক্ষিত শিল্প D. নিয়ন্ত্রিত শিল্প

06. বাঁশের তৈরি ঝুড়ি কোন শিল্পের পণ্য?
A. ক্ষুদ্রশিল্প B. কুটির শিল্প
C. মাঝারি শিল্প D. বৃহৎ শিল্প

07. কোনটি বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
A. সাবান B. তামাক
C. সিমেন্ট D. তাঁতশিল্প

08. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প কোনটি?
A. পাট B. চামড়া
C. নিটওয়্যার D. তৈরি পোশাক

09. বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়?
A. শিল্পের কাঁচামাল B. মূলধনী দ্রব্য
C. ভোগ্যপণ্য D. রপ্তানি পণ্য

10. বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
A. ঔষধ B. প্রসাধনী
C. প্রিন্টিং D. হোসিয়ারি

উত্তরমালা									
01	D	02	B	03	D	04	C	05	B
06	B	07	C	08	D	09	C	10	A

11. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশি?
A. তৈরি পোশাক B. পাট
C. চামড়া D. নিটওয়্যার/চা

12. কোনটি কুটিরশিল্পের উৎপাদিত পণ্য নয়?
A. শীতল পাটি B. শাড়ি
C. আসবাবপত্র D. মোবাইল ফোন

13. পারিবারিক পরিবেশে এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে বলে?
A. বৃহৎ শিল্প B. ক্ষুদ্র শিল্প
C. কুটির শিল্প D. মাঝারি শিল্প

14. শিল্পনীতি-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
A. ২ B. ৪
C. ৫ D. ৯

15. রপ্তানিমুখীশিল্পের মাধ্যমে কী ঘটে?
A. জাতীয় ঐতিহ্যের রক্ষক
B. মধ্যবর্তী দালালদের প্রভাব হ্রাস
C. পল্লি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে
D. দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

16. চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
A. শ্রীমঙ্গল B. মৌলভীবাজার
C. হবিগঞ্জ D. পঞ্চগড়

17. জাতীয় নিরাপত্তা ও সংবেদনশীলতা কোন শিল্প ধারণার সাথে সম্পর্কিত?
A. অগ্রাধিকারশিল্প B. হাইটেকশিল্প
C. সংরক্ষিতশিল্প D. মাইক্রোশিল্প

18. নিচের কোনটি কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য নয়?
A. স্বল্প মূলধন B. দেশীয় কাঁচামাল
C. স্বল্প মজুরি D. হালকা যন্ত্রপাতি

উত্তরমালা									
11	A	12	D	13	C	14	D	15	D
16	A	17	C	18	C				

19. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কোন সালে?
A. ১৯২ B. ১৯৭৩
C. ১৯৭৪ D. ১৯৭৫

20. সর্বশেষ শিল্পনীতি কত সালে প্রণয়ন করা হয়?
A. ২০১০ B. ২০১২
C. ২০১৪ D. ২০১৬

21. ইউরিয়া সার কোন শিল্পের পণ্য?
A. ক্ষুদ্রশিল্প B. কুটিরশিল্প
C. মাঝারিশিল্প D. বৃহৎশিল্প

22. বাংলাদেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র কোন জেলায় চালু হয়েছে?
A. ঢাকা B. চট্টগ্রাম
C. হবিগঞ্জ D. মৌলভীবাজার

23. পণ্য আমদানি না করে যদি নিজের দেশে উৎপাদন করতে শিল্পকারখানা স্থাপন করা হয়, তাকে বলে-
A. সম্মুখবর্তী শিল্প B. পশ্চাৎমুখীশিল্প
C. রপ্তানিমুখীশিল্প D. আমদানি বিকল্পশিল্প

24. বাংলাদেশের শিল্পখাত কয়টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত?
A. ২টি B. ৩টি
C. ৪টি D. ৫টি

25. বর্তমানে বাংলাদশের কোন শিল্পটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে?
A. ওষুধশিল্প B. পাঠশিল্প
C. সিমেন্টশিল্প D. চামড়াশিল্প

26. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
A. EPS B. EPC
C. EPZ D. EZP

উত্তরমালা									
19	B	20	D	21	D	22	D	23	D
24	C	25	D	26	C				

চতুর্থ অধ্যায়: জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,১১৯ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২%।

জনসংখ্যার পরিমাপ

কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ের জনবিজ্ঞানজনিত তথ্যসমূহ বিন্যস্ত করাকেই উক্ত দেশের ঐ সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপ বলে। জনবিজ্ঞানজনিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে বা জনসংখ্যার পরিমাপে প্রধানত ৪টি পদ্ধতি রয়েছে-

(i) জাতীয় আদমশুমারি পদ্ধতি (ii) জাতীয় নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি
(iii) বিশেষ নমুনা জরিপ (iv) প্রাক্কলন কৌশল

(i) আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি

কোনো একটি দেশের বা স্থানের জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা জানার জন্য আদমশুমারি হলো–উৎকৃষ্ট পন্থা। আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি ৪টি। যথা-

(ক) প্রত্যক্ষ গণনা (গ) প্রকৃত গণনা
(খ) পরোক্ষ গণনা (ঘ) বৈধ গণনা

(ক) প্রত্যক্ষ গণনা: এ পদ্ধতিতে অফিসিয়াল গণনাকারিগণ প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করে, সেগুলোকে প্রাক্ নির্বাচনি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(খ) পরোক্ষ গণনা: এ পদ্ধতিতে গণনা ডাকযোগে গণনাকারী বা সংবাদদাতার কাছে পাঠানো হয়। দাতা প্রয়োজনীয় তথ্য ফরম পূরণ করে ফেরত পাঠান।

(গ) প্রকৃত গণনা: এ পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে যে যেখানে অবস্থানরত সোখানেই গগণা করা হয়।

(ঘ) বৈধ গণনা: যখন কোনো লোককে স্বাভকিক বাসস্থানেই শুধু গণনা করা হয়।

(ii) জাতীয় নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি

জন্ম, মৃত্যু, মৃত-জাত শিশু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিপত্নীক, পৃথকবাস ইত্যাদি ঘটনা নথিবন্ধকরণের রীতিকে নিবন্ধীকরণ বলা হয়। নিবন্ধনকরণ সর্বপ্রথম ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল।

(iii) বিশেষ নমুনা

সাধারণত স্বল্প সংখ্যক দক্ষ স্টাফ কর্তৃক এ পছন্দ করা জরিপ করা হয়।

(iv) প্রাক্কলন (আনুমানিক) কৌশল

এ পদ্ধতিতে কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কে যা কিছু যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোকে ব্যবহার করে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যকোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যাদির জ্ঞান প্রয়োগ বা প্রক্ষেপ করা হয়।

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপ

প্রজনন ও মৃত্যুসংখ্যা পরিমাপের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থুল জন্ম (প্রজনন) হার ও স্থুল মৃত্যুহার পদ্ধতি এক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

(ক) অশোধিত বা স্থুল জন্ম (প্রজনন) হার

Barclay এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তালিকাভুক্ত জীবিত মোট জন্মসংখ্যা ও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে স্থুল বা অশোধিত জন্মহার পাওয়া যায়।

সূত্র:

$$\text{স্থুল জন্মহার CBR} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

$$= \frac{\sum B}{\sum P} \times 1000$$

সমালোচনা/সীমাবদ্ধতা

দেশের সকল লোকের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এ হার মোট জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, যা সঠিক নয়।

(খ) অশোধিত বা স্থুল মৃত্যুহার

কোনো জনসমষ্টিতে প্রতিবছর প্রতি প্রতি হাজারে মোট যত লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে অশোধিত বা স্থুল মৃত্যুহার বলে।

সূত্র:

$$\text{স্থুল মৃত্যুহার CDR} = \frac{\sum D}{\sum P} \times 1000$$

এখানে, $\sum D$ = নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুসংখ্যা

$\sum P$ = ঐ নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা

** এটি বছরের মধ্যসময়ের মৃত্যুহার নির্দেশ করতে পারে।

স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (Normal Growth Rate-NGR)

কোনো দেশের জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলে। কোনো নির্দিষ্ট বছরের এ হার নির্ণয় করা গেলেও সাধারণত এটি গতীয় অর্থে অর্থাৎ, কয়েক বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বোঝাতে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ধারণাটি ব্যবহৃত হয়।

$$\text{সূত্র: NGR} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$$

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (Population Growth Rate-PGR)

শুধু কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্য দ্বারাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয় না। কারণ উক্ত দেশের অনেক মানুষ যেমন বিদেশে যেতে পারে আবার অপরাপর দেশ হতেও অনেক মানুষ উক্ত দেশে আসতে পারে। তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ণয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের সাথে বহিরাগমন ও বহির্গমন হারকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন-

$$PGR = \frac{(\text{জন্মহার} + \text{বহিরাগমন হার}) - (\text{মৃত্যুহার} + \text{বহির্গমন})}{১০০০} \times ১০০$$

এছাড়া, শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth-ZPG) ধারাণাটিও জনসংখ্যার একটি নির্ধারক। একটি স্থূল জন্মহার (CBR) ও স্থূল মৃত্যুহারের (CDR) পার্থক্য হতে সৃষ্টি যার মান শূন্য। যেমন: $ZPG = CBR - CDR = 0$।

***কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হলে বলা যায় উক্ত দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় রয়েছে।*

(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা দেশের ভূমির সাথে জনসংখ্যার অনুপাতকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইল বা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তার পরিমাপকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

সূত্র:

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব } DP = \frac{\sum TP}{\sum TA}$$

এখানে, $\sum TP$ = নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের বা দেশের মোট জনসংখ্যা

এবং $\sum TA$ = উক্ত স্থানের মোট জমির পরিমাণ বা আয়তন।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ

যেসব উপাদানের ওপর কোনো স্থানের জনসংখ্যা নির্ভরশীল, ঐ সকল উপাদানকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে। যেমন-

• **জন্মহার** • **মৃত্যুহার** • **নিট অভিবাসন** • ভূ-প্রকৃতি • **জলবায়ু** • সমাজ ব্যবস্থা • উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার • কুসংস্কার • দারিদ্র্য • বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ • জীবনযাত্রার মান • খাদ্যে শ্বেতসারের আধিক্য • চিত্তবিনোদনের সুযোগ • বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা • **নারী উন্নয়ন** • জন্ম-মৃত্যু হার • আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি • উন্নত জীবন প্রত্যাশা ইত্যাদি।

- **জন্মহার:** জন্মহার বলতে নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশে প্রতি হাজারে মোট জীবিত জন্ম সংখ্যাকে নির্দেশ করে। অথবা **১৫-৪৯ বয়স** দলের সন্তান ধারণক্ষমতা প্রতি হাজার মহিলার একটি বছরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যাকে নির্দেশ করে।
- **মৃত্যুহার:** মৃত্যুহারও জনসংখ্যার একটি নির্ধারক। মৃত্যুসংখ্যা মূলত গড়পড়তাভাবে **জনশক্তি হ্রাস** বা **জনসংখ্যা হ্রাসকে** বোঝানো হয়।
- **নিট অভিবাসন:** কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা দেশে বহিরাগমন এবং বহির্গমন এর পার্থক্যকে Net Migration বা নিট অভিবাসন বলে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট **অভিবাসী** জনসংখ্যা এবং মোট **দেশান্তরিত** জনসংখ্যার মধ্যকার **পার্থক্যকে** ঐ দেশের নিট অভিবাসন বলা হয়। নিট অভিবাসন, $N_m = I - O$; $N_m > 0$ হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, $N_m < 0$ হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং $N_m = 0$ হলে জনসংখ্যা স্থির থাকে। **উন্নত ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা যে দেশে সবচেয়ে অধিক সে দেশের ধনাত্মক নিট অভিবাসন অধিক হবে। আবার কোনো দেশের প্রতি এক হাজার জন নিট জনসংখ্যায় এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিকে নিট অভিবাসন হার (NMR) বলে।**
- **জলবায়ু:** যেকোনো দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি মৌলিক নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। লক্ষ্য করা যায়, সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনগণের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, অল্প বয়সে সন্তান ধারণক্ষমে পরিণত হয়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের জনগণের অবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রীষ্মপ্রধান দেমের তুলনায় কম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

▪ মূলধন গঠন	▪ কৃষি উৎপাদন হ্রাস
▪ মাথাপিছু আয় হ্রাস	▪ শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত
▪ জীবনযাত্রার মান	▪ বৈদেশিক নির্ভরশীলতা
▪ বাণিজ্য ঘাটতি	▪ মুদ্রাস্ফীতি
▪ ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন	

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণ

উচ্চ জন্মহার, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, জন্মনিয়ন্ত্রণে অনীহা, ভূমির উর্বরতা, পুত্র সন্তান কামনা, খাদ্যে শ্বেতসারের আধিক্য, শিল্পায়ন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাধা, পরিবেশের ওপর প্রভাব, কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব, মূলধন গঠন, মাথাপিছু আয় হ্রাস, জীবনযাত্রার মান, পুষ্টিহীনতা, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক নির্ভরশীলতা (এছাড়াও খাদ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসা, বাসস্থানের সমস্যা) ইত্যাদি। সাধারণত **শিশু ও বৃদ্ধদেরকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা** বলা হয়।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য ২টি বহুল প্রচলিত তত্ত্ব হলো-

(i) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

(ii) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

(i) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস 'An Essay on the Principles of Population' গ্রন্থে জনসংখ্যা সম্বন্ধে যে তত্ত্বটি প্রচার করেন, এটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। ম্যালথাসের তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে।

ম্যালথাস

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২... এবং খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...।

অনুমিত শর্ত

ম্যালথাসের তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয়-

১. জীবনধারণের উপকরণ তথা খাদ্যের যোগান সীমিত।
২. নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত ও শাশ্বত।
৩. কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য।
৪. একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থা হলো কৃষি।
৫. জমি ও উৎপাদনক্ষমতা অপরিবর্তিত।
৬. উৎপাদন প্রযুক্তি অপরিবর্তিত।

ম্যালথাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে ২টি উপায়ের কথা উল্লেখ করেন। যথা-

(১) **প্রতিরোধমূলক বা নিবারণমূলক:** নিবারণব্যবস্থাকে ম্যালথাস নৈতিক বাধা, পাপ ও লাঞ্ছনার মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যেমন- বিলম্বে বিবাহ, যৌন সংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ।

(২) **প্রাকৃতিক নিরোধ বা বাস্তব রোধনব্যবস্থা:** প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জটিল রোগ, চরম দরিদ্রতা, সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ইত্যাদিকে বোঝান।

(ii) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

কাম্য জনসংখ্যা এমন একটি জনসংখ্যার স্তর নির্দেশ করে যেখানে উৎপাদন এবং আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ যে জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। বর্তমান শতাব্দীতে **জুলিয়াস উলফ** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাম্য জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করেন।

ডাল্টন

অধ্যাপক ডাল্টনের মতে, কাম্য জনসংখ্যা হলো তা, যা মাথাপিছু আয়কে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করে।

কাম্য জনসংখ্যার পরিমাপ

অধ্যাপক ডাল্টন কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপের জন্য উল্লেখিত সূত্রটি প্রদান করেন

$$M = \frac{A - O}{O}$$

এক্ষেত্রে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ

A = প্রকৃত জনসংখ্যা

O = কাম্য জনসংখ্যা

M এর মান ধনাত্মক হলে অধিক জনসংখ্যা, ঋণাত্মক হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং শূন্য হলে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

অনেক অর্থনীতিবিদ ধারণা প্রদান করলেও 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস'-এর অধ্যাপক এডউইন ক্যানন কর্তৃক ১৯২৪ সালে প্রকাশিত "Wealth" নামক গ্রন্থে কাম্য জনসংখ্যা ধারণা তত্ত্বাকারে উপস্থাপন করেন।

মূলকথা

কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা, যেখানে উৎপাদন, আয় ও **মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ** হয়। কে. ই. বোল্ডিং এর মতে, যে জনসংখ্যার দ্বারা জীবনমান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম বা বেশি হয় তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় সর্বাধিক অপেক্ষা কম হবে। এ তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এ নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যাকেই কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

অনুমিত শর্তসমূহ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সময়, মোট জনসংখ্যা ও কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাত স্থির।
২. কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাথাপিছু উৎপাদন ঘণ্টা স্থির।
৩. নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে- (i) প্রাকৃতিক সম্পদ স্থির (ii) কারিগরি কৌশল স্থির ও (iii) মূলধনের পরিমাণ স্থির।
৪. দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান।
৫. উন্নত জ্ঞান, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এবং
৬. পর্যাপ্ত জনশক্তির কর্মোদ্যম।

*** যে স্তরে সর্বোচ্চ মাথাপিছু উপাদন, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণ, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়, সে স্তরের জনসংখ্যাকে কোনো দেশের কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ত্রুটি

- অবাস্তব তত্ত্ব
- মাথাপিছু আয় সঠিকভাবে নির্ণয়ে অকার্যকর
- বর্ধিত মাথাপিছু আয় বণ্টনে এ তত্ত্ব অসমর্থ
- কাম্য জনসংখ্যার চলমান বিন্দু
- তত্ত্বটি অব্যবহারিক ও অবৈজ্ঞানিক

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে-	**কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব-**
১. কেবল খাদ্য উৎপাদনের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক দেখানো হলো।	১. উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, অর্থনৈতিক দক্ষতা, জনগণের সমৃদ্ধি ইত্যাদির সাথে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বলে ধরা হয়।
২. কৃষিক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকর ধরা হয়।	২. এ তত্ত্বে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধিও কার্যকর বলে স্বীকার করা হয়।
৩. বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।	৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশের সম্পদের যে বৃদ্ধি ঘটে, তা এ তত্ত্বে ধারণা প্রদান করে।
৪. সংকীর্ণ ধারণা দেয় এবং পৃথিবীর জনবহুল দেশসমূহে এ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ।	৪. প্রসারিত ধারণা দেয় এবং পৃথিবীর সকল দেশে এ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
৫. স্থবির ধারণা প্রকাশ পায়।	৫. অধিক বাস্তবসম্মত ধারণা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

১. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন
২. পরিবার পরিকল্পনা
৩. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৪. যথাযথ আইন প্রয়োগ
৫. শিক্ষার প্রসার
৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
৭. ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ
৮. নারী শিক্ষার প্রসার
৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণ
১০. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক

মানবসম্পদ উন্নয়নে ৩টি মৌলিক সূচক বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো- (i) আয়ুষ্কাল (ii) জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার্জন এবং (iii) জীবনযাত্রার মান।

নোট: আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয় জনগণের **জীবন প্রত্যাশা** দ্বারা। জীবন প্রত্যাশা বাড়লে বোঝা যায় মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে। অন্যদিকে জ্ঞান পরিমাপ করা হয় **বয়স্ক শিক্ষার হার** (২/৩) ও **স্কুল শিক্ষার গড় বয়স** (১/৩) দ্বারা। এছাড়া জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিমাপে মানুষের **মাথাপিছু আয়ের** ভিত্তিতে ক্রয়ক্ষমতা বা জীবনযাত্রার মান ব্যয় সূচক নির্ণয় করা হয়। **কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়লে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।**

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
- পরিবেশ উন্নয়ন
- খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ
- বাসস্থান সমস্যা দূরীকরণ
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
- জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি
- উৎপাদন বৃদ্ধি
- কৃষি শিক্ষার প্রসার
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- সমাজকল্যাণ কার্যক্রম
- পরিকল্পনা/গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ

অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল মানবসম্পদ উন্নয়নের ৮টি উপাদান উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) খাদ্য ও পুষ্টি, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪) স্বাস্থ্য, (৫) শিক্ষা, (৬) গণসংযোগ মাধ্যম, (৭) শক্তি ভোগ এবং (৮) পরিবহণ।

অনুশীলনী

01. যে জনসংখ্যা দ্বারা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে বলা হয়-
A. সর্বোচ্চ জনসংখ্যা B. কাম্য জনসংখ্যা
C. প্রকৃত জনসংখ্যা D. দক্ষ জনসংখ্যা

02. একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্য হলো-
A. অভিবাসন B. নিট অভিবাসন
C. অভিগমন D. বহির্গমন

03. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো-
A. বৈদেশিক বাণিজ্য B. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
C. মানবসম্পদ D. পরিবেশগত উন্নয়ন

04. কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে কার ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে?
A. এডুয়ার্ডওয়েস্ট B. এল রবিন্স
C. হেনরি মিডউইক D. ডাল্টন

05. নিম্নের কোন বিষয়টি জনসংখ্যার আকারকে প্রভাবিত করে না?
A. অভিবাসন B. জন্মহার
C. মৃত্যুহার D. শিক্ষার হার

06. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ-
A. জন্মহার বৃদ্ধি B. জন্মহার হ্রাস
C. মৃত্যুহার বৃদ্ধি D. বাল্য বিবাহ হ্রাস

07. কোনো দেশের জন্মহার অধিক হলে নিচের কোনটি বেশি বলা যায়?
A. প্রজননশীলতা B. মরণশীলতা
C. শ্রমশক্তি D. অভিযোজন

08. আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি কয়টি?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

09. জন্মের সময় অনেক শিশু মারা যায়, কারণ-
A. শারীরিক দুর্বলতা B. আমাশয়
C. গুটি বসন্ত D. ধনুষ্টঙ্কার

10. জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা জানার জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা হলো-
A. নমুনা জরিপ B. প্রাক্কলন কৌশল
C. নিবন্ধীকরণ D. আদমশুমারি

11. 'An Essay on the Principle of Population' গ্রন্থের লেখক কে?
A. অধ্যাপক মার্শাল B. এডাম স্মিথ
C. ম্যালথাস D. এল. রাবিন্স

12. ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হলে কত বছরে কোন দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়?
A. ২৫ B. ৫০ C. ৭৫ D. ১০০

13. কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী $M=\frac{A-O}{O}$ এ সূত্রে M এর মান ঋণাত্মক হলে দেশের জনসংখ্যা কোন প্রকৃতি নির্দেশ করে?
A. অধিক জনসংখ্যা B. স্থির জনসংখ্যা
C. কম জনসংখ্যা D. দক্ষ জনসংখ্যা

14. গাণিতিক হার কোনটি?
A. ১, ৩, ৬, ৯ B. ১, ২, ৩, ৪
C. ১, ২, ৪, ৮ D. ১, ২, ৬, ১০

15. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক বিরোধ নয় কোনটি?
A. দুর্ভিক্ষ B. মহামারি C. নৈতিক সংযম D. যুদ্ধ

16. যে জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, সে জনসংখ্যাকে বলে?
A. শূন্য জনসংখ্যা B. উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা
C. দক্ষ জনসংখ্যা D. কাম্য জনসংখ্যা

17. $M=\frac{A-O}{O}$ সূত্রটিতে 'O' কি নির্দেশ করে?
A. শূন্য জনসংখ্যা B. কাম্য জনসংখ্যা
C. অধিক জনসংখ্যা D. নিম্ন জনসংখ্যা

18. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে-
A. জ্যামিতিক হারে B. গাণিতিক হারে
C. সমহারে
D. আনুপাতিক হারে/ক্রমবর্ধমান হারে

19. কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বের মূলকথা হলো-
A. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন
B. সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন
C. প্রাকৃতিক নিরোধ D. নিবারণমূলক ব্যবস্থা

20. ZPG কী?
A. Zero Population Grouth
B. Zero Percent Grouth
C. Zero Popular Grouth
D. Zero Populated Grouth

21. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ম্যালথাস কয়টি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন?
A. 2 B. ৩ C. ৪ D. ৫

22. জ্যামিতিক হার কোনটি? অথবা ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়-
A. ১, ২, ৩, ৪.... B. ১, ২, ৬, ১০...
C. ১, ২, ৪, ৮.... D. ১, ৩, ৬, ৯...

উত্তরমালা									
01	B	02	B	03	C	04	D	05	D
06	A	07	A	08	C	09	D	10	D
11	C	12	A						

উত্তরমালা									
13	C	14	B	15	C	16	D	17	B
18	A	19	B	20	A	21	A	22	C

CamScanner

23. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক প্রভাব হচ্ছে-
A. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি B. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
C. কৃষিজমির ওপর চাপ বৃদ্ধি
D. ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি/বাণিজ্য উদ্বৃত্ত

24. নারী উন্নয়ন নীতি কোনটির ওপর প্রভাব ফেলবে?
A. জনসংখ্যা হ্রাস B. উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা
C. নগরায়ন বৃদ্ধি পাওয়া D. উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা

25. নিচের কোনটি বিধির কারণে খাদ্য উপাদান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না?
A. চাহিদাবিধি B. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি
C. পরিবর্তনীয় অনুপাতবিধি
D. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি

26. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কোনটিকে বোঝায়?
A. জনসংখ্যা বৃদ্ধি B. জনসংখ্যা হ্রাস
C. জনসংখ্যার গুণগত পরিবর্তন
D. জনস্বাস্থ্যের অবনতি/জনগনের আয় হ্রাস

27. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটিতে নিম্নের কোন অর্থনীতিবিদের অবদান আছে?
A. এ মার্শাল B. পিগু C. ম্যালথাস D. ডাল্টন

28. কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপের সূত্র কে প্রদান করেন?
A. এ মার্শাল B. এল রবিন্স
C. কার-সানডারস D. ডাল্টন

29. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি?
A. ১ B. ২ C. ৩ D. ৪

30. প্রদত্ত সূত্র $= \frac{\text{জন্মহার}-\text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$ কী নির্দেশ করে?
A. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার B. স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার
C. স্থূল মৃত্যুহার D. স্থূল জন্মহার

31. একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন ও বহির্গমন এর পার্থক্যকে বলে-
A. জনসংখ্যার ঘনত্ব B. নিট অভিবাসন
C. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি D. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

32. উচ্চ জন্মহার রোধে নিচের কোনটি সহায়ক?
A. বাল্যবিবাহ প্রচলন B. নিম্ন মাথাপিছু আয়
C. পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন D. নিম্নমুখী শিক্ষার হার

33. "জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবন ধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে"- বক্তব্যটি কার?
A. Herbert Spencer B. Dalton
C. Thomas Robert Malthus
D. Professor Edwin Cannan

34. 'An Essay on the Principles of Population' গ্রন্থের লেখক কে?
A. অ্যাডাম স্মিথ B. অধ্যাপক মার্শাল
C. টমাস ম্যালথাস D. পি.এ. স্যামুয়েলসন

35. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কয়টি?
A. ১ B. ২ C. ৩ D. ৪

36. $M = \frac{A-O}{O}$ এর সমীকরণে $M = 0$ হলে-
A. শূন্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে B. অধিক জনসংখ্যা নির্দেশ করে
C. কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে D. নিম্ন জনসংখ্যা নির্দেশ করে

37. $M = \frac{A-O}{O}$ সমীকরণে $M = +$ (ধনাত্মক) হলে কী নির্দেশ করে?
A. কাম্য জনসংখ্যা B. অধিক জনসংখ্যা
C. ঘাটতি জনসংখ্যা D. শূন্য জনসংখ্যা

38. জনসংখ্যার কোন স্তরে জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হয়?
A. নিম্ন জনসংখ্যা B. সর্বোচ্চ জনসংখ্যা
C. কাম্য জনসংখ্যা D. দক্ষ জনসংখ্যা

39. কোন ধরনের জনসংখ্যাকে অর্থনীতিতে মানবসম্পদ বলা হয়?
A. শিশু B. পূর্ণবয়স্ক C. প্রবীণ D. উৎপাদনশীল

40. নির্ভরশীল জনসংখ্যার বয়স-
A. ১৫ বছরের বেশি এবং ৬০ বছরের কম
B. ১৫ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি
C. ২০ বছরের কম ৫০ বছরের বেশি
D. ২০ বছরের বেশি এবং ৫০ বছরের কম

41. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো যদি একটি দেশের-
A. জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হয়
B. জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে কম হয়
C. জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই শূন্য হয়
D. জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই সমান হয়

42. কোনটি বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নয়?
A. পশুপালন B. মৎস্য চাষ C. বনায়ন D. সরকারি চাকরি

43. কোনটি স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র?
A. $CDR = \frac{P}{D} \times 1000$ B. $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$
C. $CDR = \frac{P}{D} \times 100$ D. $CDR = \frac{D}{P} \times 100$

44. ম্যালথাস তার জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বটি কত সালে প্রথম প্রকাশ করেন?
A. ১৭৬৮ B. ১৭৭৮ C. ১৭৮৮ D. ১৭৯৮

উত্তরমালা									
23	C	24	A	25	D	26	C	27	D
28	D	29	C	30	B	31	B	32	C
33	C								

উত্তরমালা									
34	C	35	B	36	C	37	B	38	C
39	D	40	B	41	D	42	D	43	B
44	D								

45. জনসংখ্যার ঘনত্ব $DP = \frac{TP}{TA}$ এখানে DP বলতে বোঝায়-
A. জনসংখ্যার ঘনত্ব B. দেশের মোট আয়তন
C. বিশেষ এলাকার জনসংখ্যা D. মোট জনসংখ্যা

46. জনসংখ্যার নির্ধারক নয় কোনটি?
A. জন্মহার B. ভৌগোলিক আয়তন
C. নিট অভিবাসন D. জীবনযাত্রার মান

47. স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
A. $\frac{\sum B}{\sum P} \times ১০০০$ B. $\frac{\sum P}{\sum B} \times ১০০০$
C. $\frac{\sum P}{\sum B}$ D. $\sum P - \sum B$

48. কোনটি মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচক নয়?
A. আয়ুষ্কাল B. শিক্ষা
C. জীবনযাত্রার মান D. কর্মসংস্থান

49. অধ্যাপক ডাল্টন প্রদত্ত কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের সূত্রে M কী প্রকাশ করে?
A. অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ B. স্থির বা স্থবির জনসংখ্যার দেশ
C. নিম্ন জনসংখ্যার দেশ D. নিম্ন জনসংখ্যা হতে বিচ্যুতির

50. দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা জনশক্তিতে রূপান্তর করাই-
A. মানবসম্পদ উন্নয়ন B. দেশের উন্নয়ন
C. জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি D. শিক্ষার প্রসার

51. ম্যালথাসের মতে, 'বিলম্ব বিবাহ' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যবস্থা?
A. ধর্মীয় B. প্রাকৃতিক
C. বৈজ্ঞানিক D. নিবারণমূলক

52. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক নিরোধ নয় কোনটি?
A. দুর্ভিক্ষ B. মহামারি
C. নৈতিক সংযম D. যুদ্ধ

53. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি কখন শুরু হয়?
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৪ C. ১৯৮১ D. ১৯৯১

54. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক প্রভাব হচ্ছে-
A. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি B. কৃষি জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি
C. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি D. বাণিজ্য উদ্বৃত্ত

55. আধুনিক পদ্ধতিতে কোন সাল প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়?
A. ১৫৪০ B. ১৬০০ C. ১৬৬৫ D. ১৬৮৫

56. অশোধিত জন্মহারের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
A. CDR B. CBR C. CRR D. CRB

উত্তরমালা									
45	A	46	B	47	A	48	D	49	D
50	A	51	D	52	C	53	B	54	B
55	C	56	B						

57. আধুনিক পদ্ধতিতে ১৬৬৫ সালে সর্বপ্রথম কোন দেশে আদমশুমারি পরিচালিত হয়?
A. ইতালিতে B. আইসল্যান্ডে
C. ভ্যাটিকান সিটিতে D. ঘানায়

58. অশোধিত মৃত্যুহারের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
A. CDR B. CBR C. CRR D. CRB

59. স্থূল জন্মহার পদ্ধতিটি কীসে প্রকাশ করা হয়?
A. শতকে B. দশকে C. হাজারে D. লাখে

60. কোনটি বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা?
A. খাদ্য ঘাটতি B. আর্সেনিক C. জনসংখ্যা D. যৌতুকপ্রথা

61. জাতীয় উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কোনটি?
A. সম্পদ B. জনগণ C. বাণিজ্য D. সরকার

62. আধুনিক জনসংখ্যা বিজ্ঞানের জনক কে?
A. অধ্যাপক পিগু B. অধ্যাপক ডাল্টন
C. অধ্যাপক জি. গ্রান্ট D. অধ্যাপক ম্যালথাস

63. কাম্য জনসংখ্যার আয়ভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?
A. কার স্যান্ডার্স B. ডাল্টন C. রবিন্স D. বোল্ডিং

64. মানুষ ও ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকলে কী হয়?
A. কাম্য জনসংখ্যা B. ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা
C. স্বাভাবিক জনসংখ্যা D. স্থূল জনসংখ্যা

65. "The General Theory of Population" গ্রন্থটি কার?
A. কার স্যান্ডার্স B. আলফ্রেড সার্ভে
C. কে.ই.কোল্ডিং D. জোয়ান রবিন্স

66. কার জনসংখ্যা তত্ত্বটি গতিশীল?
A. ডাল্টনের B. রবিনসন্সের
C. কার স্যান্ডার্সের D. ম্যালথাসের

67. কোন তত্ত্বটি অধিকতর বৈজ্ঞাকি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
A. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব B. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
C. কার স্যান্ডার্সের তত্ত্ব D. রবিনসন্সের তত্ত্ব

68. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে কোন দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে?
A. সংখ্যাগত B. গুণগত
C. A ও B উভয়ই D. পরিমাণগত

69. কোন সালে সরকারিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
A. ১৯৭৩ B. ১৯৭৬ C. ১৯৭৭ D. ১৯৮৩

70. কোনটিকে মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়?
A. শ্রম B. শিক্ষা C. দক্ষতা D. সম্পদ

71. একটি দেশের মানুষের জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধি পায় কখন?
A. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে B. মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেলে
C. মানবসম্পদের উন্নয়ন হলে D. বহির্গমন বৃদ্ধি পেলে

উত্তরমালা									
57	B	58	A	59	C	60	C	61	B
62	C	63	B	64	A	65	B	66	D
67	A	68	C	69	B	70	B	71	C

CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়: খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

কোনো দেশে তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বজায় থাকে যখন দেশের সব লোক সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- সবসময় সকলের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি বা সরবরাহ
- খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা
- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ
- সামাজিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য নির্বাচনের সুবিধা
- খাদ্যোৎপাদনের সাথে জড়িত লোকদের সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন
- উপযুক্তভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও পরিবেশন ইত্যাদি।

খাদ্য নিরাপত্তা হলো নির্ভরশীল স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। খাদ্য নিরাপত্তাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়- পারিবারিক ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) **খাদ্যের প্রাপ্যতা বা পর্যাপ্ততা:** খাদ্যের প্রাপ্যতা ৪টি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। উপাদানগুলো হলো- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), খাদ্য আমদানি, খাদ্য সাহায্য এবং খাদ্যের মজুদ। *[তথ্যসূত্র: অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র: প্রফেসর মোঃ সোহরাওয়ার্দী ও দিলারা আরজু]*

(২) **খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা:** খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা মানুষের আয়স্তর এবং খাদ্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নির্ধারক হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিরসন করা।

(৩) **খাদ্যের উপযোগিতা বা ব্যবহার:** মানুষের শরীরে সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং হজমের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াকে বোঝায়।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে করণীয়

বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যসহ উৎপাদিত অন্যান্য খাদ্যের প্রাপ্যতা অনেক কম। এজন্য 'খাদ্যের প্রাপ্যতা' বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন। যথা-

- খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি
- প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ
- সম্পূরক খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ
- খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন
- কৃষি-উৎপাদনে কৌশলের পরিবর্তন

নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত, ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায়। খাদ্য দূষণ ৩ ভাবে হতে পারে। যথা- ক্ষুদ্র অণুজীবের মিশ্রণে দূষণ, রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এবং শারীরিক দূষণের ফলে।

- **খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারের ভূমিকা:** নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- **খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা:** শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ, জনসচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা, খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্রে নজরদারি, হাট-বাজারে তদারকি, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে বাধ্য করা, ভেজাল বিরোধী অভিযান, গণমাধ্যমে প্রচার, ভেজাল খাদ্য বর্জন এবং সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি।

BSTI

BSTI এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Standard and Testing Institute. প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ হচ্ছে শিল্প, খাদ্য ও রাসায়নিক পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

অনুশীলনী

01. খাদ্যের দামস্তর নাগালের মধ্য থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিকে বলে-
A. খাদ্যের পর্যাপ্ততা B. খাদ্যের প্রাপ্যতা
C. খাদ্যের নিরাপত্তা D. খাদ্যের স্থিতিশীলতা

02. খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়-
A. মৌলিক খাদ্যের প্রাপ্যতা
B. অধিক ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রাপ্যতা
C. সস্তা খাবারের প্রাপ্যতা
D. বৈচিত্র্যময় খাদ্যের প্রাপ্যতা

03. খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা কোনটি?
A. খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি B. বিনিয়োগ বৃদ্ধি
C. জ্বালানির মূল্য হ্রাস D. জনসংখ্যা হ্রাস

04. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়-
A. খাদ্যের যোগান B. বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদন
C. খাদ্যের সংরক্ষণ D. খাদ্যের গুণাগুণ

05. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা?
A. খাদ্য উৎপাদন B. খাদ্য আমদানি
C. খাদ্য বণ্টন D. খাদ্য সংরক্ষণ

06. খাদ্য নিরাপত্তা কিসের দ্বারা প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো যায়?
A. সবুজ শাক-সবজি B. ফলমূল
C. খনিজ লবণ D. মাছ-মাংস

07. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোন বিষয়টি অত্যাবশ্যক?
A. খাদ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা B. খাদ্য আমদানি হ্রাস করা
C. খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা
D. খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে নমনীয় হওয়া

08. খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় কোনটি বেশি প্রয়োজন?
A. খাদ্য উৎপাদন B. খাদ্য আমদানি
C. খাদ্য বিপণন D. খাদ্য মজুদ

09. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জনকারী উপাদান নয় কোনটি?
A. ভোক্তার আয় B. দ্রব্যের মূল্য
C. খাদ্য আমদানি D. খাদ্য উৎপাদন

10. নিরাপদ খাদ্যের প্রধান অন্তরায় কোনটি?
A. খাদ্যের স্বল্পতা B. ভেজাল প্রবণতা
C. দাম বৃদ্ধি D. সচেতনতার অভাব

11. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
A. খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়ক্ষমতা B. খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা
C. খাদ্য রপ্তানি আয় D. খাদ্য আমদানি হ্রাস

12. TCB-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
A. Trade Council of Bangladesh
B. Tranding Council of Bangladesh
C. Trade Corporation of Bangladesh
D. Tranding Corporation of Bangladesh

13. FAO কোন ধরনের সংস্থা?
A. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত B. খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত
C. ব্যবসা সম্পর্কিত D. বাসস্থান সম্পর্কিত

14. BSTI-এর পূর্ণরূপ কী?
A. Bangladesh Standrad and Testing Institute
B. Bangladesh Small and Testing Institute
C. Bangladesh Satellite and Tranmission Institute
D. Bangladesh Standard and Testing Intelligence

15. আদর্শ খাদ্য বলতে কোন খাদ্য বোঝায়?
A. দামি খাদ্য B. আমদানিকৃত খাদ্য
C. রুচিকর খাদ্য D. পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য

16. 'কাবিখা' শব্দটির পূর্ণরূপ কী?
A. কাজের বিকল্প খাদ্য B. কাজের বিনিময়ে খাদ্য
C. কাজের বিচিত্র খাদ্য D. কাজ বিন্যাসের খাদ্য

17. 'নিরাপদ খাদ্য' গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ-
A. স্বাস্থ্য নিরাপদ থাকে B. খাদ্যের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
C. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় D. খাদ্যের ভোগ বৃদ্ধি পায়

18. খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি?
A. খাদ্য আমদানি B. খাদ্য সংরক্ষণ
C. খাদ্যের মান রক্ষা D. কর্মসংস্থান সৃষ্টি

19. খাদ্য দূষণ কয় ধরনের?
A. ১ B. ২ C. ৩ D. ৪

20. নিরাপদ খাদ্যের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়টি নীতির কথা বলেছে?
A. ৪ B. ৫ C. ৬ D. ৭

21. নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে?
A. জনগণ B. পরিদর্শক C. গণমাধ্যম D. সরকার

22. 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কত সালে গঠিত হয়?
A. ২০১৪ B. ২০১৫ C. ২০১৬ D. ২০১৭

23. কোন সালে প্রথম বিশ্বখাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৮৩ B. ১৯৭৯ C. ১৯৭৪ D. ১৯৭০

24. খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় কেন?
A. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য B. খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধির জন্য
C. খাদ্য মজুদ বাড়ানোর জন্য D. খাদ্য যোগান বাড়ানোর জন্য

25. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নির্ধারক কোনটি?
A. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা B. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
C. খাদ্যের পুষ্টিগুণ অবহিতকরণ D. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

26. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় কোনটি বেশি প্রয়োজন?
A. খাদ্য উৎপাদন B. খাদ্য আমদানি
C. খাদ্য বিপণন D. খাদ্য মজুত

উত্তরমালা

01	C	02	A	03	A	04	A	05	A
06	D	07	C	08	A	09	C	10	B
11	A	12	D						

উত্তরমালা

13	B	14	A	15	D	16	B	17	A
18	D	19	C	20	B	21	D	22	B
23	C	24	A	25	C	26	A		

ষষ্ঠ অধ্যায়: অর্থায়ন

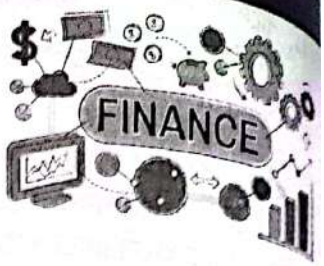

ইংরেজি Finance শব্দটির অর্থ হলো অর্থায়ন। Finance শব্দটি ল্যাটিন Finis হতে এসেছে। Finis শব্দের অর্থ হলো 'অর্থ সংগ্রহ করা'। সংকীর্ণ অর্থে, কোনো ব্যবসায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা ও তহবিল সংগ্রহ করাকে অর্থায়ন বলে। বৃহৎ অর্থে, অর্থসংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে। অর্থকে ব্যবসায়ের 'জীবনীশক্তি' বলা হয়।

অর্থায়নের কার্যাবলি বা গুরুত্ব

অর্থায়ন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে ভূমিকা পালন করে-

১. আর্থিক পরিকল্পনা	৫. তহবিল সংরক্ষণ
২. উৎস নির্বাচন	৬. ফলাফল নির্ণয়
৩. তহবিল সংগ্রহ	৭. মুনাফা বণ্টন
৪. তহবিলের ব্যবহার	

অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ

কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ চিত্রে দেখানো হলো-

ব্যক্তিগত অর্থায়ন

ব্যক্তির নিজস্ব আয়, পারিবারিক আয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রয়োজনে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে এরূপ অর্থায়ন করেন।

ব্যবসায় অর্থায়ন

(i) **ব্যক্তিগত ব্যবসায় অর্থায়ন:** ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত একমালিকানা, অংশীদারি এবং যৌথমূলধনী কারবারে এ ধরনের অর্থায়ন করা হয়।

(ii) **সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন:** সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এরূপ সংগৃহীত অর্থায়ন দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে।

(iii) **স্বায়ত্তশাসিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন:** বিভিন্ন কর্পোরেশন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

অ-ব্যবসায় অর্থায়ন

যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, এতিমখানা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতির অর্থায়ন।

❑ **প্রসারিত অর্থে ব্যবসায় অর্থায়ন ৪ প্রকার। যেমন-**

(ক) মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন:

মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন ৩ ধরনের হতে পারে। যেমন-

(i) একমালিকানা কারবারে অর্থায়ন যেখানে সীমাহীন দায়িত্ব এবং ঝুঁকির আধিক্য থাকে।

(ii) অংশীদারি কারবারে অর্থায়ন: এ ধরনের কারবারে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও অংশীদারদের অসীম দায়িত্ব থাকে।

(iii) যৌথমূলধনী কারবারে অর্থায়ন: এ ধরনের কারবারে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও ঝুঁকি সর্বনিম্ন থাকে।

(খ) সময় বা মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়ন:

সময় বা মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়ন ৩ প্রকার। যথা-

(i) স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন: ১ বছর বা তার কম সময়ের জন্য এ অর্থায়ন হয়।

(ii) মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন: ১ বছর হতে ৫ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।

(iii) দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন: ৫ বছর হতে ২০ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।

(গ) উৎসের ভিত্তিতে অর্থায়ন: ২ প্রকার। যথা-

(i) অভ্যন্তরীণ উৎস: উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন, শেয়ার, অবণ্টিত মুনাফা ও সঞ্চিত তহবিল অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(ii) বাহ্যিক উৎস: মালিক বা উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন এবং অবণ্টিত মুনাফা ছাড়া ঋণ হিসেবে যে সমস্ত উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তাকে বাহ্যিক উৎস বলে।

(ঘ) উৎসের কাঠামো ভিত্তিতে অর্থায়ন: ২ প্রকার। যথা-

(i) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস: যেমন- সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক।

(ii) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস: আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, স্বর্ণকার, সাহুকার প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

অর্থায়নের উৎস

উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের ২ উৎস (সরকারি ও বেসরকারি) নিম্নে দেখানো হলো-

সরকারি অর্থায়ন	**(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস:** সঞ্চয়, সরকারি সিকিউরিটি, ব্যক্তির আয়কর, কর্পোরেট আয়কর, আঞ্চলিক আবগারি কর, অতিরিক্ত কর আরোপ, ঋণ গ্রহণ, নিট মূলধন আয়, অন্যান্য কর ও অ-কর রাজস্ব।
	(খ) আন্তর্জাতিক উৎস: দান ও ঋণ, শর্তহীন ও শর্তযুক্ত ঋণ, খাদ্য সাহায্য, আর্থিক সাহায্য, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ।
বেসরকারি অর্থায়ন (ব্যবসায় অর্থায়ন)	**(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস:** ব্যক্তিগত নগদ অর্থ ও সঞ্চয়, স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ, বেসরকারি সিকিউরিটি, সংরক্ষিত ও অবচয় তহবিল।
	(খ) বাহ্যিক উৎস: মূলধন বাজার, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, সরকারি সাহায্য ও ভর্তুকি, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল।

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

সাধারণত ঋণের উৎসকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক উৎস:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক।

২. **অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উৎস:** আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ধনী কৃষক, দালাল ও ব্যাপারি এবং প্রতিবেশী ইত্যাদি।

শেয়ার বাজার বা পুঁজিবাজার

পুঁজি বা শেয়ার বাজার হচ্ছে 'স্পেকুলেশন' বা 'ফটকা' বাজার। শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। 'শেয়ার বাজার' ব্রিটিশ অর্থনীতিতে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ আমেরিকান অর্থনীতিতে প্রচলিত ধারণা। যে সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদ আনুষ্ঠানিকভাবে বেচাকেনা হয় তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। যে সুসংহত বাজারে বা স্থানে এর তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার সিকিউরিটিজ নিয়মিতভাবে এবং নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ

শেয়ার সাধারণভাবে ৩ প্রকার। যথা- (ক) প্রেফারেন্স/অগ্রাধিকার শেয়ার (খ) সাধারণ শেয়ার এবং (গ) বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার।

(ক) অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference Share)

কোম্পানি লাভ করলে প্রথমেই এ ধরনের শেয়ার মালিকরা একটি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। কোম্পানি বিলুপ্ত হলেও প্রথমে এ প্রকার মালিকরা মূলধন ফেরত পায়। সুতরাং যে শেয়ারের ক্ষেত্রে মালিকরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ এবং মূলধন ফেরত পায়, তাকে অগ্রাধিকার বা প্রেফারেন্স শেয়ার বলে। এ শেয়ারে ঝুঁকি অনেক কম থাকে। এ ধরনের শেয়ার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা-

(i) অতিরিক্ত মুনাফাযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার: এ ধরনের শেয়ারের মালিকগণ সাধারণ অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের ন্যায় নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পর সাধারণ শেয়ারের মালিকদের সাথে পুনরায় কোম্পানির উদ্বৃত্ত মুনাফার অংশও পেয়ে থাকে।

(ii) পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার: এরূপ শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে মালিককে অবশ্যই ফেরত দেয়া হয়। এটি ঋণের পর্যায়ে পড়ে।

(iii) অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার: এ ধরনের শেয়ার মালিকরা কোম্পানির মুনাফা না হওয়ার কারণে কোনো বছর লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হলে পরবর্তী বছরের মুনাফা হতে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হয় না।

(iv) সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার: এরূপ শেয়ার মালিকদের নির্দিষ্ট লভ্যাংশের দাবি কখনো শেষ হয় না।

(v) অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার: এ ধরনের অগ্রাধিকার শেয়ারের মূলধন একটি নির্দিষ্ট সময় পর ফেরত দেওয়া হয় না।

(খ) সাধারণ শেয়ার

প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির লভ্যাংশ পাওয়ার পর সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ পাবে। এ শেয়ারের লভ্যাংশ কমবেশি হতে পারে। একে ইক্যুইটি শেয়ারও বলা হয়। কোম্পানি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির বিলুপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে এবং কোম্পানির হিসাবই বই পরীক্ষা করা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারে।

(গ) বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার

প্রেফারেন্স শেয়ার ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ বা মূলধন ফেরত পাওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে, তাই এদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। তাই একে বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার বলে। কোম্পানি বিলুপ্ত হলেও সবার দাবি, লভ্যাংশ, মূলধন ফেরত দেয়ার পর এ মালিকদের মূলধন বা লভ্যাংশ ফেরত পাবে।

আরো কয়েক ধরনের শেয়ার

- **প্রাথমিক শেয়ার:** কোনো কোম্পানি বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়ে। প্রাথমিক শেয়ারে ঝুঁকি কম বা নেই বলা চলে।
- **মাধ্যমিক শেয়ার:** প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা যখন তাদের শেয়ার বিক্রয় করে নগদ অর্থ লাভ করে, তখন ঐ শেয়ার মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়। মাধ্যমিক শেয়ারে ঝুঁকি সর্বদা বিদ্যমান।

প্রাথমিক শেয়ার স্ব-স্ব কোম্পানির নিকট হতে প্রথমেই যারা লাভ করে অথবা লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, তারাই এর মালিক। অর্থাৎ কোম্পানির নিকট হতে **একবার মাত্র হাত বদল হয়।** কিন্তু মাধ্যমিক শেয়ার লটারির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয় না, BO একাউন্টধারী বিনিয়োগকারীরা একে অন্যের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করে এবং যতদিন এই কোম্পানি থাকবে, ততদিন এ **শেয়ার হাত বদল হতে পারে।** প্রাথমিক শেয়ার ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় বা হস্তান্তর হয় **স্টক এক্সচেঞ্জে।**

- **রাইট শেয়ার:** কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে চাইলে রাইট শেয়ার ইস্যু করাতে পারে এবং বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণই এ শেয়ার কিনতে পারে।
- **বোনাস শেয়ার:** কোম্পানির সঞ্চিত তহবিল থেকে শেয়ারহোল্ডারকে বিনামূল্যে যে শেয়ার দেওয়া হয়।
- **বোনাস শেয়ার:** এরূপ শেয়ারও কেবলমাত্র শেয়ারহোল্ডারগণই পায়, অন্য কেউ কিনতে পারে না।
- **অনাঙ্কিত মূল্য শেয়ার:** এ শেয়ারের পূর্ব মূল্য থাকে না।

পুঁজি বা শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য

১. শেয়ার বাজার একটি সুসংগঠিত আর্থিক বাজার।
২. এ বাজার পরিচালনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ আছে।
৩. শেয়ার বাজারে প্রাথমিক বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় য় না। অর্থাৎ এটি মধ্যম পর্যায়ের বাজার।
৪. বাজার মূল্যে শেয়ার, ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৫. শুধু তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬. এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট স্থান বা গৃহ যেখানে অনুমোদিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার বা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৭. এ বাজারে, বাজারে মূল্যে তথা চাহিদা ও যোগান বিচারে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য সব সময় ওঠা-নামা করে।
৮. এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজ তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের নিকট বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে।

** মূলত স্টক এক্সচেঞ্জ হলো শেয়ারের 'সেকেন্ডারি বাজার বা মাধ্যমিক বাজার' যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

বন্ড বা কর্পোরেট বন্ড

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো বন্ড। বন্ড একটি ঋণ সম্পর্কিত দলিল।

বন্ডের শ্রেণিবিভাগ

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে

১. **ট্রেজারি বা সরকারি বন্ড:** সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে ট্রেজারি বন্ড বলে।
২. **কর্পোরেট বন্ড:** সাধারণত বৃহৎ কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলা হয়। একে সিনিয়র সিকিউরিটিও বলা হয়।
৩. **মিউনিসিপ্যাল বন্ড:** সরকারের উন্নয়ন সহযোগী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে মিউনিসিপ্যাল বন্ড বলে।

বিভিন্ন ধরনের বন্ড

- ☐ **চিরস্থায়ী বন্ড:** এ বন্ডের মূল্য কখনো পরিশোধ করা হয় না। শুধু নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুদ প্রদান করা হয়।
- ☐ **অনিবন্ধিত বন্ড:** এ ধরনের বন্ড অনেকটা খোলা বন্ড হিসেবে পরিচিত।
- ☐ **জিরো কুপন বা কুপনবিহীন বন্ড:** যে ধরনের বন্ড সমমূল্যে বা কমমূল্যে (বাট্টায়) বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদ শেষে কত টাকা পরিশোধ করে বন্ড ফেরত নেয়া হবে তা উল্লেখ থাকে।
- ☐ **কুপন বন্ড:** এটি হস্তান্তরযোগ্য এবং এ বন্ডের গায়ে নির্দিষ্ট সুদের হার, পরিপক্ব সময়, বাহ্যিক মূল্য প্রভৃতি উল্লেখ থাকে।
- ☐ **জাঙ্ক বন্ড:** উচ্চ ঝুঁকি, উচ্চ প্রতিদানসম্পন্ন বন্ডকে জাঙ্ক বন্ড বলে।

**পুট বন্ড হোল্ডারগণ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমমূল্যে বন্ডটি ফেরত দিয়ে টাকা ফেরত নেয়ার অধিকার রাখে। আবার ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ মেয়াদ পূর্তির আগেই বন্ড হোল্ডারের কাছ থেকে বন্ডটি ফেরত নিতে পারে। এ ধরনের বন্ডকে 'কল বন্ড' বলে।

বন্ডের বৈশিষ্ট্য

▪ ঋণের দলিল	▪ হস্তান্তরযোগ্য
▪ লিখিত মূল্য	▪ জামানত
▪ সুদ প্রদান করতে হয়	▪ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না
▪ একক মূল্য	▪ কর প্রদান করতে হয় না

বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা

- ➢ বিনিয়োগে কোম্পানির খরচ কম
- ➢ ঋণের সুদের ব্যয় কম
- ➢ সুদ কর বাদযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত
- ➢ কোম্পানি কর রেয়াত পায়
- ➢ শেয়ারের চেয়ে বন্ড কম খরচে বিক্রি করা যায়

অনুশীলনী

01. কোনটি শেয়ারহোল্ডারের বৈশিষ্ট্য?
A. চুক্তিবদ্ধ মুনাফা লাভ করে B. নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়
C. প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বহন করে D. কোনো ঝুঁকি বহন করে না

02. অর্থায়ন কী?
A. সঞ্চয় বৃদ্ধি B. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
C. অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি D. অর্থের ব্যবস্থাপনা

03. অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস কোনটি?
A. শেয়ার বাজার B. ব্যাংকসমূহ
C. নিজস্ব সঞ্চয় D. গ্রাম্য মহাজন

04. অর্থায়নের প্রাথমিক ভিত্তি কোনটি?
A. অর্থ পরিকল্পনা B. অর্থ ব্যবস্থাপনা
C. অর্থ সংগ্রহ D. অর্থ ব্যয়

05. কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলির পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও এসবের প্রয়োগই হলো-
A. অর্থায়ন B. ব্যবস্থাপনা C. বিপণন D. মূলধন গঠন

06. শেয়ার লেনদেনের জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?
A. এনজিও
B. কেন্দ্রীয় ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক
C. স্টক এক্সচেঞ্জ D. সমবায় সমিতি/মানি এক্সচেঞ্জ

07. শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা কী?
A. আমদানি বৃদ্ধি
B. শেয়ার মালিকদের মুনাফা অর্জন
C. শিল্পপুঁজি গঠন D. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

08. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?
A. শেয়ার মার্কেট B. বাণিজ্যিক ব্যাংক
C. বন্ড মার্কেট D. বিশেষায়িত ব্যাংক

09. নিচের কোন দুটি বাজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই?
A. মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজার B. পুঁজিবাজার ও শেয়ার বাজার
C. পুঁজিবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ D. শেয়ার বাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ

10. সাধারণ কোন ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া যায়?
A. বাণিজ্যিক ব্যাংক B. সমবায় ব্যাংক
C. কেন্দ্রীয় ব্যাংক D. বিনিয়োগ ব্যাংক

11. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি?
A. অতিরিক্ত কর আরোপ B. নিট মূলধন আয়
C. ঘাটতি অর্থসংস্থান D. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

12. অর্থনীতিতে শেয়ার বাজারের প্রধান ভূমিকা কোনটি?
A. প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা B. কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি
C. বিনিয়োগের পথ সৃষ্টি D. কম হারে কর দেয়া

13. শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়-
A. প্রাথমিক শেয়ার B. মাধ্যমিক শেয়ার
C. রাইট শেয়ার D. বোনাস শেয়ার

14. বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের সুদের হার কেমন হবে?
A. বৃদ্ধি পাবে B. হ্রাস পাবে
C. অপরিবর্তিত থাকবে D. শূন্য হবে

15. 'অর্থায়ন' বলতে সাধারণ বোঝায়-
A. মুনাফা সংগ্রহ B. মুনাফা বণ্টন
C. তহবিল সংগ্রহ D. তহবিল বণ্টন

16. নিম্নের কোন বিষয়টি শেয়ার বাজারের সাথে সম্পর্কিত?
A. মালিকরা শুধু লভ্যাংশ পায়
B. মালিকানার জন্য আমানত আবশ্যক
C. মালিকগণ লাভ-লোকসান উভয়ই বহন করে
D. মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না

17. শেয়ার বাজার ও বন্ড কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত?
A. মুদ্রাবাজার B. মূলধন বাজার C. অর্থ বাজার D. সেবা বাজার

18. কোন শেয়ারের ধারকগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক?
A. সাধারণ শেয়ার B. মাধ্যমিক শেয়ার
C. অগ্রাধিকার শেয়ার D. রাইট শেয়ার

19. অর্থায়নের কোন উৎসটি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে?
A. অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকরা
B. বন্ডের মালিকরা
C. প্রাইমারি শেয়ার মালিকরা D. বিনিয়োগ ব্যাংক

20. শেয়ারের প্রিমিয়ার মূল্য বলতে কী বোঝায়?
A. লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি B. লিখিত মূল্যের সমান
C. লিখিত মূল্যের কম D. অগ্রিম মূল্য পরিশোধ

21. কোম্পানির সাথে বন্ড মালিকের সম্পর্ক কী?
A. ঋণদাতা B. মূল মালিক
C. ঝুঁকি বহনকারী D. লভ্যাংশের অংশীদার

22. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
A. অবণ্টিত মুনাফা B. সাধারণ শেয়ার
C. বন্ড D. ব্যাংক ঋণ

23. কোন শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে মালিককে অবশ্যই ফেরত দেয়া হয়?
A. পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার B. অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
C. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
D. অতিরিক্ত মুনাফাযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার

24. সরকারি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
A. পণ্য সাহায্য B. কারিগরি সহায়তা
C. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ D. রাজস্ব আয়

উত্তরমালা

01	C	02	D	03	C	04	C	05	A
06	C	07	C	08	B	09	B	10	D
11	D	12	A						

উত্তরমালা

13	B	14	C	15	C	16	C	17	B
18	C	19	A	20	A	21	A	22	A
23	A	24	D						

25. সরকার সাধারণত যে ধরনের বন্ড বাজারে ছাড়ে তাকে বলে-
A. বন্ড B. ট্রেজারি বন্ড
C. সাধারণ বন্ড D. মিউনিসিপ্যাল বন্ড

26. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়?
A. অর্থ প্রচলন B. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
C. ঋণ প্রদান D. শেয়ার বিক্রয়

27. বাংলাদেশে কয়টি স্টক একচেঞ্জ/পুঁজি বাজার রয়েছে?
A. ১ B. ২ C. ৩ D. ৪

28. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?
A. শেয়ার মার্কেট B. বাণিজ্যিক ব্যাংক
C. বন্ড মার্কেট D. বিশেষায়িত ব্যাংক

29. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কী?
A. নোট ছাপানো B. আমানত গ্রহণ
C. মুনাফা অর্জন D. ঋণ প্রদান

30. দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের প্রয়োজন কর্পোরেশনের শর্তাবলি সম্বলিত ঋণের দলিলকে কী বলে?
A. বন্ড B. শেয়ার
C. বিনিময় বিল D. শেয়ার সার্টিফিকেট

31. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি?
A. নগদ অর্থ B. নিট মূলধন আয়
C. খাদ্য সাহায্য D. স্থায়ী সম্পদ

32. স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য কোন ধরনের অর্থায়ন হয়ে থাকে?
A. স্বল্পমেয়াদি B. দীর্ঘমেয়াদি
C. মধ্যমেয়াদি D. অতি স্বল্পমেয়াদি

33. পুঁজিবাজার কোন ধরনের মূলধনের যোগান দেয়?
A. স্বল্পমেয়াদি B. অপ্রাতিষ্ঠানিক C. মধ্যমেয়াদি D. দীর্ঘমেয়াদি

34. কোম্পানির সঞ্চিত তহবিল থেকে শেয়ারহোল্ডারকে বিনামূল্যে যে শেয়ার দেওয়া হয় তাকে বলে-
A. বোনাস শেয়ার B. রাইট শেয়ার
C. প্রাইমারি শেয়ার D. বিলম্বিত শেয়ার

35. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?
A. স্কুল B. কলেজ C. হাসপাতাল D. ব্যাংক

36. সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎসগুলো প্রধানত কত প্রকার?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

37. বাংলাদেশে ঋণের উৎসসমূহকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

38. কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে চাইলে যে শেয়ার ইস্যু করে এবং বর্তমান শেয়ারহোল্ডাররাই এ শেয়ার কিনতে পারে, তা হলো-
A. বোনাস শেয়ার B. প্রেফারেন্স শেয়ার
C. রাইট শেয়ার D. অনিশ্চিত মূল্য শেয়ার

39. কোনটি অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস?
A. কর B. অ-কর C. শুল্ক D. ইউ

40. IPO-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
A. Instant Public Offer B. Initial Public Offering
C. Internal Public Offer D. Insurance Public Offer

41. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৮৯ B. ১৯৯১ C. ১৯৯৩ D. ১৯৯৫

42. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়?
A. অর্থ প্রচলন B. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
C. ঋণ প্রদান D. শেয়ার বিক্রয়

43. শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা কী?
A. আমদানি বৃদ্ধি B. শেয়ার মালিকদের মুনাফা অর্জন
C. শিল্প পুঁজি গঠন D. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

44. নিচের কোন দুটি বাজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই?
A. মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজার
B. পুঁজিবাজার ও শেয়ারবাজার
C. পুঁজিবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ
D. শেয়ারবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ

45. ল্যাটিন Finis শব্দের অর্থ কোনটি?
A. অর্থ সংগ্রহ করা B. অর্থ ব্যয় করা
C. শেষ করা D. আয় করা

46. Finance শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে?
A. Fine B. Finis C. Finan D. Finae

47. বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের সুদের হার কেমন হবে?
A. বৃদ্ধি পাবে B. হ্রাস পাবে
C. অপরিবর্তিত থাকবে D. শূন্য হবে

48. অর্থনীতিতে শেয়ারবাজারের প্রধান ভূমিকা কোনটি?
A. প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা
B. কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি
C. বিনিয়োগের পথ সৃষ্টি D. কম হারে কর দেওয়া

49. শেয়ারবাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হয়-
A. প্রাথমিক শেয়ার B. মাধ্যমিক শেয়ার
C. রাইট শেয়ার D. বোনাস শেয়ার

50. পুঁজিবাজার কোন ধরনের মূলধনের যোগান দেয়?
A. স্বল্পমেয়াদি B. অপ্রাতিষ্ঠানিক
C. মধ্যমেয়াদি D. দীর্ঘমেয়াদি

51. শুধু বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণই যে শেয়ারের বিনিয়োগের অধিকার পান, তাকে কী শেয়ার বলে?
A. প্রাইমারি শেয়ার B. সাধারণ শেয়ার
C. বোনাস শেয়ার D. রাইট শেয়ার

উত্তরমালা									
25	B	26	B	27	B	28	B	29	A
30	A	31	C	32	B	33	D	34	A
35	D	36	A	37	A	38	C		

উত্তরমালা									
39	D	40	B	41	D	42	B	43	C
44	D	45	A	46	B	47	A	48	A
49	B	50	D	51	D				

সপ্তম অধ্যায়: মুদ্রাস্ফীতি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা যদি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে, সে অবস্থাকে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থাৎ সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি। **অধ্যাপক হট্রের মতে**, 'অত্যাধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে'।

মুদ্রাস্ফীতির বৈশিষ্ট্য

- বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
- অর্থের মূল্য/ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়
- দামস্তর বৃদ্ধি পায়
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
- সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়
- স্বল্প দ্রব্যের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়
- মৃদু মুদ্রাস্ফীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
- মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়
- উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে চরম ভারসাম্যহীন অবস্থা সৃষ্টি করে

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

অর্থের যোগান বৃদ্ধি	যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ
উৎপাদন হ্রাস	পরোক্ষ কর
মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি	অর্থের প্রচলন গতির বৃদ্ধি
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	মূল্যবান পদার্থের যোগান বৃদ্ধি
সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি	বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত
ঘাটতি ব্যয়	প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ব্যাংক ঋণের প্রসার	মজুত ও চোরাচালান
ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি	

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) বৃদ্ধি অর্থাৎ (১) ভোগ বৃদ্ধি, (২) বিনিয়োগ বৃদ্ধি, (৩) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, (৪) রপ্তানি বৃদ্ধি, (৫) মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, (৬) সুদের হার হ্রাস-এর ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনও পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে বৃদ্ধি পায় (অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর) কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের পর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, স্থির থাকে।

ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির (মজুরি বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস, ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা, পূর্ণ নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা, পেট্রোল, বিদ্যুতের যোগান হ্রাস) ফলে সামগ্রিক যোগান (AS) হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির বেলায় দামস্তর বাড়লেও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

সময়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি (ii) যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি (iii) শান্তিকালীন মুদ্রাস্ফীতি।

আওতাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি: শুধুমাত্র দেশের সীমানায় মুদ্রাস্ফীতি পরিচালিত হলে।

(ii) আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি: আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সকল দেশে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিলে তাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি বলে।

নিয়োগভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) প্রকৃতি মুদ্রাস্ফীতি: কেইনসের মতে, পূর্ণনিয়োগের পর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কারণ, তখন যোগান বাড়ানো যায় না। সে সময় সামগ্রিক চাহিদা বাড়লেও উৎপাদন অপরিবর্তিত থেকে দামস্তর বাড়ে।

(ii) বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি: পূর্ণনিয়োগের পূর্বে বিভিন্ন বাধার কারণে (কারিগরি দক্ষতা, কাঁচামালের অভাব, পরিবহণ ও যোগাযোগ অসুবিধা) যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ মুদ্রাস্ফীতি 'আংশিক মুদ্রাস্ফীতি' নামেও পরিচিত।

নিয়ন্ত্রণভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) অবাধ মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর বৃদ্ধির প্রতি সরকার উদাসীন থাকলে, প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, তখন তাকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলে।

(ii) অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি: ক্রমাগত দামস্তর বৃদ্ধিকে সরকারি হস্তক্ষেপে দমনের বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) মৃদু বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর বা মূল্যস্তর যদি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়।

(ii) পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর যখন হাঁটে, বিপদ সংকেত বোঝায়।

(iii) ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর যখন দৌড়ে চলে, ক্রমেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

(iv) উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর যখন অস্বাভাবিক গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।

CamScanner

প্রত্যাশাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(i) প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি: যখন জনগণ পূর্বেই ভবিষ্যত দামস্তর বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পর্কে অনুমান করতে পারে।

(ii) অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি: আকস্মিকভাবে যদি দেশে দামস্তর বেড়ে যায়।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা: সূচক সংখ্যা হলো একটি সংখ্যাবাচক গড় পদ্ধতি যা অর্থের মূল্য পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সূচক সংখ্যা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গঠন করা যায়-

(ক) ভিত্তি বছর নির্বাচন	(ঘ) দ্রব্যের দাম
(খ) হিসাবি বছর নির্বাচন	(ঙ) দাম শতকরা হিসেবে প্রকাশ
(গ) দ্রব্য নির্বাচন	(চ) গড় দাম নির্বাচন

সূচক সংখ্যা তৈরির জন্য কতগুলো প্রধান প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রব্য নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ নির্বাচিত দ্রব্যগুলো সমাজের অধিকাংশ লোক ভোগ করে এরূপ হওয়া প্রয়োজন।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে বিভিন্ন সূচক

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে বিভিন্ন সূচক রয়েছে। যেমন-

- **ভোক্তার দাম সূচক (CPI):** মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করার জন্য ভোক্তার দাম সূচকে বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। CPI'র পূর্ণরূপ Consumer Price Index.
- **উৎপাদকের দাম সূচক (PPI):** বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে যে দাম বিবেচনা করা হয়, সেই দামের ভিত্তিতে PPI হিসাব করা হয়। PPI'র পূর্ণরূপ Producer Price Index.

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

(i) কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব:

মৃদু মুদ্রাস্ফীতি কর্মসংস্থানের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, তখন দেশে দ্রব্যমূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশা বাড়ে। মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জনগণের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(ii) আয় ও সম্পদের বণ্টনের ওপর প্রভাব:

বিভিন্ন শ্রেণির লোক	মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
সীমিত আয়ের লোক	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
শ্রমিক শ্রেণি	শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কৃষিজীবী	কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়।
ক্রেতা ও ভোগকারী	ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা	ঋণগ্রহীতাদের ঋণভার হ্রাস পায় বলে তারা লাভবান হয়। পক্ষান্তরে, ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী	উভয়ই লাভবান হয়।
করদাতা	লাভবান হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়

আর্থিক পদ্ধতি

- ব্যাংক হার পরিবর্তন
- খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয়
- নগদ রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন
- নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ

রাজস্ব পদ্ধতি

- সরকারি ব্যয় হ্রাস
- করের পরিমাণ বৃদ্ধি
- সরকারি ঋণ
- সঞ্চয় বৃদ্ধি

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

- ঋণের রেশনিং পদ্ধতি
- মজুরি নিয়ন্ত্রণ
- উৎপাদন বৃদ্ধি
- ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ
- আমদানি বৃদ্ধি

মুদ্রাসংকোচন

মুদ্রাসংকোচন হলো মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত ধারণা। যখন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা অর্থের যোগান কম হয়, এর ফলে দামস্তর ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

অনুশীলনী

01. ব্যাংক হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
A. কেন্দ্রীয় ব্যাংক B. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
C. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক D. বাণিজ্যিক ব্যাংক

02. মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে লাভবান হয়?
A. ঋণদাতা B. নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ
C. বন্ড ক্রেতা D. উৎপাদনকারী

03. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়?
A. পূর্ণনিয়োগ স্তরে B. পূর্ণনিয়োগের পরে
C. পূর্ণনিয়োগের পূর্বে D. অপূর্ণনিয়োগের স্তরে

04. দেশের মানুষের ক্রয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধির ফলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়?
A. যোগানজনিত B. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
C. চাহিদাজনিত D. আয় প্রভাবিত

05. মুদ্রাস্ফীতির ফলে উদ্যোক্তার উৎপাদন-
A. বাড়ে B. কমে
C. অপরিবর্তিত থাকে D. বন্ধ হয়

06. পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরে সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অবস্থাকে কী বলে?
A. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি B. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি
C. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি D. উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি

07. মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের ওপর কী প্রভাব পড়ে?
A. বৃদ্ধি পায় B. হ্রাস পায়
C. অপরিবর্তি থাকে D. দ্রুত বৃদ্ধি পায়

08. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য দায়ী কোনটি?
A. অর্থ সরকার হ্রাস B. উৎপাদন হ্রাস
C. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি D. মজুরি বৃদ্ধি

09. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে বলে-
A. মুদ্রাস্ফীতি B. মুদ্রাসংকোচন
C. দামস্তর D. মুদ্রার অবমূল্যায়ন

10. দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হলে-
A. দ্রব্যমূল্য কমে যায় B. দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়
C. অর্থমূল্য বেড়ে যায় D. অর্থমূল্য স্থির থাকে

11. বাংলাদেশে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে?
A. মৃদু B. পদসঞ্চারী C. ধাবমান D. উল্লম্ফন

12. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
A. উচ্চবিত্ত B. স্বচ্ছল
C. ধনী D. ভূমিহীন

13. মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় কোনটি?
A. অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ B. উৎপাদন স্থির রাখা
C. রপ্তানি বৃদ্ধি করা D. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা

14. দামস্তর বৃদ্ধির প্রতি সরকার উদাসীন থাকলে এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাকে কী মুদ্রাস্ফীতি বলে?
A. উল্লম্ফন B. অবাধ
C. অবদমিত D. রানিং

15. দামস্তর যখন দৌড়ে চলে, ক্রমেই যদি তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাকে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বলে?
A. হামাগুড়ি B. পদসঞ্চারী
C. ধাবমান D. উল্লম্ফন

16. অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে-সংজ্ঞাটি কার?
A. ক্রাউথার B. কুলবর্ন
C. হট্রে D. স্যামুয়েলসন

17. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি?
A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫

18. সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো-
A. মুদ্রাস্ফীতি B. মুদ্রা সংকোচন
C. অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি D. অর্থের যোগান বৃদ্ধি

19. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?
A. রাজস্ব নীতি B. ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
C. আর্থিক নীতি D. সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ পদ্ধতি

20. মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ কোনটি?
A. ১%→২%→৩% B. ১%→৫%→৩%
C. ১%→৮%→২% D. ১০%→১%→২%

21. মুদ্রাস্ফীতি হলে যেটি প্রয়োজন-
A. উৎপাদন বৃদ্ধি B. মজুরি বাড়ানো
C. টাকা ছাপানো D. ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি

22. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কী?
A. মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি B. মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি
C. আয় বৃদ্ধি D. সঞ্চয় বৃদ্ধি

23. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি?
A. ব্যাংক হার বৃদ্ধি B. ব্যাংক ঋণের সংকোচন
C. অর্থের যোগান বৃদ্ধি D. উৎপাদন বৃদ্ধি

উত্তরমালা

01	A	02	D	03	B	04	C	05	B
06	A	07	B	08	A	09	A	10	B
11	A, B	12	D						

উত্তরমালা

13	A	14	B	15	C	16	C	17	A
18	A	19	C	20	A	21	A	22	A
23	C								

24. মুদ্রাস্ফীতির সময় কারা লাভবান হয়?
A. চাকুরিজীবী ও নির্দিষ্ট আয়ের লোক
B. শ্রমিক শ্রেণি
C. ঋণদাতা গোষ্ঠী
D. ব্যবসায়ী ও শেয়ার বিনিয়োগকারী

25. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো-
A. ভর্তুকি বৃদ্ধি B. মজুরি বৃদ্ধি
C. করহার বৃদ্ধি D. ভাতা বৃদ্ধি

26. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি?
A. ফকটা কারবার নিয়ন্ত্রণ B. ভোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ
C. কর হ্রাস D. ঋণপত্র বিক্রয়

27. "মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়"। সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
A. অধ্যাপক পিগু B. অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার
C. অর্থনীতিবিদ কুলবর্ন D. অধ্যাপক লর্ড কেইন্স

28. অধিক পরিমাণ মুদ্রা অল্প পরিমাণ দ্রব্যের পেছনে ধাবিত হওয়ার নাম মুদ্রাস্ফীতি- উক্তিটি কার?
A. কুলবর্ন B. ক্রাউথার
C. জি অ্যাকলে D. লর্ড কেইন্স

29. নিম্নের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ?
A. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি B. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
C. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি D. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি

30. নিচের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
A. দামস্তর হ্রাস B. যোগান বৃদ্ধি
C. ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস D. চাহিদা হ্রাস

31. মুদ্রাস্ফীতির ফলে-
A. অর্থের মূল্য বাড়ে B. জনজীবনে অস্থিরতা কমে আসে
C. রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় D. সঞ্চয়কারী লাভবান হয়

32. C.P.I-এর পূর্ণরূপ কী?
A. Customer Price Index
B. Consumer Price Index
C. Compact Price Index
D. Common Price Index

33. নিচের কোনটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ?
A. নতুন নোট ছাপানো B. দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস
C. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধি D. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি

34. বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাণে নিচের কোন পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়?
A. জিএনপি ডিফ্লেটর B. ভোক্তার দামসূচক
C. উৎপাদনের দামসূচক D. কর্মসংস্থান ব্যয়সূচক

উত্তরমালা

24	D	25	C	26	D	27	B	28	A
29	B	30	C	31	C	32	B	33	D
34	B								

35. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো-
A. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি B. উৎপাদন বৃদ্ধি
C. সরকারি ব্যয় হ্রাস D. প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি

36. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়?
A. পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে B. পূর্ণ নিয়োগের পরে
C. পূর্ণ নিয়োগ স্তরে D. অপূর্ণ নিয়োগের পরে

37. 'অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে'- সংজ্ঞাটি কার?
A. ক্রাউথার B. কুলবর্ন
C. হট্রে D. স্যামুয়েলসন

38. কোনটি মুদ্রাস্ফীতির কারণ নয়-
A. অর্থের যোগান বৃদ্ধি B. মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি
C. জনসংখ্যা বৃদ্ধি D. উৎপাদন বৃদ্ধি

39. মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের উপর কী প্রভাব পড়ে?
A. বৃদ্ধি পায় B. হ্রাস পায়
C. অপরিবর্তিত থাকে D. দ্রুত বৃদ্ধি পায়

40. DCI কোথায় ব্যবহৃত হয়?
A. SDG পরিমাপে B. GDP পরিমাপে
C. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে D. দারিদ্র্য পরিমাপে

41. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি?
A. ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ B. ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
C. কর হ্রাস D. ঋণপত্র বিক্রয়

42. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কী হয়?
A. বৃদ্ধি পায় B. হ্রাস পায়
C. অপরিবর্তিত থাকে D. শূন্যে নেমে আসে

43. 'Too much money chases too few goods' অবস্থা মুদ্রাস্ফীতিকে বলেছেন?
A. কুলবর্ণ B. ক্রাউথার
C. স্যামুয়েলসন D. পিগু

44. 'অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কীরূপ হয়?
A. বাড়ে B. কমে
C. স্থির থাকে D. অনড় থাকে

45. উৎপাদকের মূল্যসূচক পরিমাপের কয়টি সূত্র রয়েছে?
A. ২টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৫টি

46. CPI কোথায় ব্যবহৃত হয়?
A. SDG পরিমাপে B. GDP পরিমাপে
C. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে D. দারিদ্র্য পরিমাপে

47. মৃদু মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
A. ৪% বা তার কম B. ৪% বা তার বেশি
C. ২% বা তার কম D. ২% বা তার বেশি

উত্তরমালা

35	A	36	B	37	C	38	D	39	B
40	D	41	D	42	B	43	A	44	A
45	B	46	C	47	C				

CamScanner

অষ্টম অধ্যায়: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ। প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দেশের সীমানা পেরিয়ে দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

❖ **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-**

(ক) **অবাধ বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর কোনোরূপ সরকারি বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) বলা হয়।

(খ) **সংরক্ষিত বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য (Trade Protection) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত আবশ্যক

১. একটি নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য;
২. কমপক্ষে দুটি স্বাধীন দেশ ও এক বা একাধিক পণ্যপ্রয়োজন;
৩. পৃথক পৃথক ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা বিদ্যমান;
৪. পণ্যসেবা বিনিময়ে লিখিত চুক্তি আবশ্যক;
৫. দুটি দেশে পৃথক বাণিজ্যনীতি বিদ্যমান।

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ

আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	সরাসরি কৃষি থেকে প্রাপ্ত পণ্যসমূহই হলো প্রাথমিক দ্রব্য। যেমন- চাল, গম, তৈলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও কাঁচা তুলা।
শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ	ভোজ্য তেল, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সার, ক্লিংকার, সুতা ও স্টেপল ফাইবার।
মূলধনী দ্রব্য/ যন্ত্রপাতি	কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের প্রয়োজনে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। যেমন- কলকব্জা, রেলওয়ে, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কৃষি যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রধান।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পণ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(ক) **প্রচলিত রপ্তানি পণ্যসমূহ:** কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত পণ্য (ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন)।

(খ) **অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যসমূহ:** তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য (নিটওয়্যার), হিমায়িত খাদ্য, শাকসব্জি ও ফলমূল, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিপণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী এবং অন্যান্য শিল্পপণ্য।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ-

- রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পুনর্গঠন
- শুল্ক রেয়াত
- রপ্তানি ঋণ
- আয়কর সুবিধা
- ট্যাক্স হলিডে*
- বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা
- বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ
- পুরস্কারের ঘোষণা
- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস
- দ্রব্যের মান উন্নয়ন
- আমদানি নীতি উদারীকরণ

❖ **ট্যাক্স হলিডে (কর অবকাশ):** সাময়িকভাবে কর মওকুফ, বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার আইনগতভাবে এ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। **ম্যাক-লোহানের মতে,** 'বৈশ্বিক পল্লি ধারণার পরিবর্তিত প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্বায়ন'। এর ফলে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলুপ্তি ঘটে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ ঘটে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে জেনেভায় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুজাতিক সাধারণ চুক্তি (GATT) সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বই দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে।

বিশ্বায়নকে পরিমাপের উপাদান

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপ করা হয় ৪টি উপাদানের সাহায্যে। যথা-

১. পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ
২. শ্রম ও জনশক্তির প্রবাহ
৩. মূলধনের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
৪. প্রযুক্তির প্রবাহ

বিশ্বায়নের ফলে যেসব সুযোগের সৃষ্টি হয়

অধিক কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনের মানোন্নয়ন, সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, জনশক্তি, শিল্পায়ন ও নির্ভরশীল উন্নয়ন।

বিশ্বায়নের সুবিধা

- উপকরণের গতিশীলতা
- নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিনিময়
- উদারীকরণ
- অধিক উৎপাদন
- দাম হ্রাস পায়
- একচেটিয়া ব্যবসায়ীর অনুপস্থিতি
- জীবনের মানোন্নয়ন
- নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন

অনুশীলনী

01. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?
A. দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য
B. একাধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য
C. এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার বাণিজ্য
D. রাজধানীর সঙ্গে বাণিজ্য

02. টেক্স হলিডে সুবিধা পান কারা?
A. ভোক্তা B. রপ্তানিকারক
C. আমদানিকারক D. ব্যবসায়ী

03. বিশ্বায়ন হলো-
A. অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রবাহ, বাণিজ্য প্রবাহ
B. অবাধ বাণিজ্যের অর্থনীতি
C. অবাধ তথ্য প্রবাহ
D. শুধু শ্রমের অবাধ স্থানান্তর

04. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কী?
A. অনুকূল বাণিজ্য শর্ত B. শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি
C. আমদানি ব্যয় কম D. জনশক্তি রপ্তানি

05. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
A. সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয় না
B. একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ হয়
C. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগে অসুবিধা হয়
D. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানি করা যায় না

06. বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য?
A. সরকার B. জনগণ
C. শিক্ষা D. তথ্য প্রযুক্তি

07. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ কী হতে পারে?
A. শুল্ক বৃদ্ধি B. ভর্তুকি হ্রাস
C. ভর্তুকি বৃদ্ধি D. জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

08. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে-
A. বিশ্বের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
B. সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় না
C. উদ্বৃত্ত পণ্য অব্যবহৃত থাকে
D. খাদ্য ঘাটতি বাড়ে

উত্তরমালা									
01	B	02	B	03	A	04	D	05	B
06	D	07	C	08	A				

09. 'গ্লোবালাইজেশন' ধারণাটির সূত্রপাত হয়-
A. পঞ্চাশ-এর দশকে B. সত্তর-এর দশকে
C. আশির দশকে D. নব্বই-এর দশকে

10. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে কী হয়?
A. দেশের স্বার্থ রক্ষা হয় B. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
C. দেশকে স্বাবলম্বী করে D. দেশকে পরমুখাপেক্ষী করে

11. কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
A. তৈরি পোশাক B. কাঁচা পাট
C. চা D. চামড়া

12. বিশ্বায়ন বলতে মূলত বোঝায়-
A. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন B. রাজনৈতি বিশ্বায়ন
C. ভৌগোলিক বিশ্বায়ন D. তথ্যগত বিশ্বায়ন

13. নিচের কোনগুলো বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
A. পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা
B. তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্প
C. পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া
D. চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য

14. বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্য কোনটি?
A. বিটুমিন B. চা C. চামড়া D. নিটওয়্যার

15. বিশ্বায়নের সুবিধা কী?
A. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি B. একচেটিয়া উদ্ভব
C. দাম হ্রাস D. ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

16. বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়-
A. বৈদেশিক বাণিজ্য B. বৈদেশিক সাহায্য
C. বৈদেশিক বিনিয়োগ D. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা

17. বাংলাদেশে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি?
A. ফার্নেস অয়েল/কাঁচা পাট
B. হিমায়িত খাদ্য/সিরামিকসামগ্রী
C. কাঁচা পাট/নিউজপ্রিন্ট D. চামড়া/চা

18. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যকর হতে প্রয়োজন-
A. দুই বা ততোধিক দেশ B. একই ভৌগোলিক সীমারেখা
C. অভিন্ন মুদ্রা D. সরকারি নীতির অভিন্নতা

উত্তরমালা									
09	A	10	D	11	A	12	A	13	B
14	B	15	A	16	D	17	B	18	A

19. 'বৈশ্বিক পল্লি ধারণার পরিবর্তিত প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্বায়ন'। উক্তিটি কার?
A. ম্যাক-লোহান B. মার্টিন
C. গিলবার্ট D. জে. কে. রায়

20. ফার্মের আয়তন বাড়লে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের মাধ্যমে কোন সুবিধা পাওয়া যায়?
A. অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ B. বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ
C. জাতীয় ব্যয় সংকোচ D. আন্তর্জাতিক ব্যয় সংকোচ

21. যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো রূপ বিধি-নিষেধ থাকে না, তাকে কী বলে?
A. রপ্তানি বাণিজ্য B. আমদানি বাণিজ্য
C. অবাধ বাণিজ্য D. সংরক্ষিত বাণিজ্য

22. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?
A. রাজস্বনীতির পার্থক্য নেই
B. রাজনৈতিক প্রভাব নেই
C. মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য ঘটে
D. ভৌগোলিক সীমার গুরুত্ব নেই

23. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?
A. উপাদানসমূহ গতিশীল হয় B. বাণিজ্যনীতি একই থাকে
C. ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয় D. লেনদেনের সমস্যা জটিল

24. দুই বা ততোধিকক দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলা হয়?
A. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য B. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
C. আঞ্চলিক বাণিজ্য D. জাতীয় বাণিজ্য

25. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা-
A. অ্যাডাম স্মিথ B. ডেভিড রিকার্ডো
C. আলফ্রেড মার্শাল D. এল. রবিন্স

26. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমদানি-রপ্তানির হিসাবের বিবরণকে বলা হয়-
A. বাণিজ্যের ভারসাম্য B. লেনদেনের ভারসাম্য
C. বাজার ভারসাম্য D. উৎপাদকের ভারসাম্য

27. বৈদেশিক সাহায্য অর্থবহ হয়, যখন তা-
A. কঠিন শর্তযুক্ত হয়
B. রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়
C. দেশীয় উৎপাদন কাঠামো ভেঙে দেয়
D. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক সচ্ছলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়

28. স্টেপল ফাইবার কোন শিল্পের কাঁচামাল?
A. সার B. সিমেন্ট C. পোশাক শিল্প D. লৌহ

29. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন?
A. বাণিজ্য চক্র B. অদৃশ্য রপ্তানি
C. বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ D. চোরাচালান

উত্তরমালা									
19	A	20	A	21	C	22	C	23	B
24	B	25	A	26	B	27	D	28	C
29	A								

30. কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত?
A. অধিক কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
B. অধিক কর্মসংস্থান ও অধিক মাথাপিছু আয়
C. কম কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
D. কম কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়

31. ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়-
A. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে B. আমদানি দ্রব্যের জন্য
C. কর রাজস্ব বাড়াতে D. কর রাজস্ব কমাতে

32. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কোনটি?
A. পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
B. শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
C. অপ্রচলিত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
D. সার্কভুক্ত দেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি

33. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী?
A. Export Promotion Zone
B. Export Production Zone
C. Export Processing Zone
D. Export Procuring Zone

34. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলো দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার লেনদেন বলেছেন-
A. এডাম স্মিথ B. কিন্ডেল বার্জার
C. মার্শাল D. ডেভিড রিকার্ডো

35. বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশের?
A. ভারত B. পাকিস্তান C. ইসরাইল D. ইংল্যান্ড

36. একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে বলে-
A. স্থানীয় বাণিজ্য B. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
C. রপ্তানি বাণিজ্য D. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

37. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় কোনটি?
A. বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি B. শুল্ক বৃদ্ধি
C. আয়কর বৃদ্ধি D. বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

38. $Br = (X - M) < 0$ বা $X < M$ কী নির্দেশ করে?
A. লেনদেন ভারসাম্য B. অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য
C. বাণিজ্যের ভারসাম্য D. প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য

39. বিশ্বায়নের সুবিধা কী?
A. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি B. একচেটিয়া বাণিজ্যের উদ্ভব
C. দাম হ্রাস D. ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

উত্তরমালা									
30	B	31	A	32	C	33	C	34	B
35	C	36	B	37	A	38	D	39	A

নবম অধ্যায়: সরকারি অর্থব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

❖ **সরকারি অর্থব্যবস্থা মূলত ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যথা-**

১. সরকারি আয়, ২. সরকারি ব্যয়, ৩. সরকারি ঋণ এবং ৪. আর্থিক পরিচালনা

সরকারি আয়

১. **কর-রাজস্ব:** জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণ সরকারের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে, তাকে কর বলা হয়। সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। সরকার বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের মাধ্যমে যে রাজস্ব পায় তাকে কর-রাজস্ব বলে। কর-রাজস্বের উৎসগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রত্যক্ষ কর	যার ওপর কর আরোপ করা হয়, করের বোঝা যদি প্রকৃতপক্ষে তাকেই বহন করতে হয় তাহলে ঐ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে। যেমন- আয়কর, কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর, মূলধনী কর, মুনাফা কর, ব্যাংক সঞ্চয়ের ওপর কর ইত্যাদি।
পরোক্ষ কর	যে করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। যেমন- মূল্য সংযোজন কর (VAT), বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, আবগারি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি।

২. **কর-বহির্ভূত রাজস্ব:** কর ছাড়াও অন্যান্য যে উৎস থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে, তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন- কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি।

কর ও ফি-এর মধ্যে পার্থক্য

কর	ফি
১. করদাতা করের বিপরীতে কোনো দাবি করতে পারে না।	১. ফি-এর বিপরীতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা উপভোগের সুযোগ থাকে।
২. কর বাধ্যতামূলক।	২. ফি বাধ্যতামূলক নয়।
৩. করের আইনগত বৈধতা আছে।	৩. ফি-এর আইনগত বৈধতা নেই।
৪. আয়কর, সম্পদ কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক প্রভৃতি করের উদাহরণ।	৪. রেজিস্ট্রেশন ফি, আদালতের ফি, আমদানি লাইসেন্স ফি ইত্যাদি ফি-এর উদাহরণ।

CamScanner

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NRB) নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব

কর রাজস্ব সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue-NRB) নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব আয়ের উৎসসমূহ হলো-

▪ আয়কর	▪ সম্পূরক শুল্ক
▪ মূল্য সংযোজন কর (VAT)	▪ আমোদ-প্রমোদ কর
▪ আমদানি শুল্ক	▪ সম্পত্তি কর
▪ আবগারি শুল্ক	▪ বিদেশ ভ্রমণের ওপর কর
▪ রপ্তানি শুল্ক	

- **মূল্য সংযোজন কর:** মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কর ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন যা 'ভ্যাট' (Value Added Tax-VAT) নামে পরিচিত।
- **আবগারি শুল্ক:** দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক (Excise Duties) বলে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধান চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই, মদ, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।
- **রপ্তানি শুল্ক:** সরকার অনেক সময় দেশীয় কিছু পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'রপ্তানি শুল্ক' আরোপ করে।

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব

▪ মাদক শুল্ক	▪ বিদ্যুৎ শুল্ক
▪ যানবাহন কর	▪ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (স্ট্যাম্প বিক্রয়)
▪ ভূমি রাজস্ব	

(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি

▪ লভ্যাংশ ও মুনাফা	▪ প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি
▪ টোল ও লেভি	▪ তার ও টেলিফোন
▪ সুদ	▪ অবাণিজ্যিক বিক্রয়
▪ প্রশাসনিক ফি	▪ রেলওয়ে
▪ মূলধন রাজস্ব	▪ ডাক বিভাগ
▪ রেজিস্ট্রেশন	▪ জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ
▪ অর্থনৈতিক সেবা	
▪ ভাড়া ও ইজারা	

বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায়

- করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও যৌক্তিকীকরণ।
- অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যয় পরিহার।
- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রবর্তন।
- মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দান
- দেশীয় পরিকল্পনাবিদদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োগ দান।
- লোকসানের সম্মুখীন রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর।
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে।
- স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।
- বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ।
- সামাজিক আন্দোলন।

সরকারি ব্যয়

সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় ২ ধরনের ব্যয় লক্ষ্য করা যায়। যথা-

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যয়: কোনো দেশের কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য যেসব ব্যয় সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাতগুলো হলো-

• প্রতিরক্ষা	• হিসাব নিরীক্ষা
• সাধারণ প্রশাসন	• পরিবহণ ও যোগাযোগ
• বিচার বিভাগ	• বৈদেশিক বিষয়াবলি
• শিক্ষা	• অপ্রত্যাশিত ব্যয়
• স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	

(খ) স্থানীয় ব্যয়: স্থানীয় সরকারসমূহ যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে ব্যয় করে থাকে।

সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য

- মৌলিক চাহিদা পূরণ
- প্রতিরক্ষা ব্যয় নির্বাহ
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা
- বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা
- বিচার বিভাগ
- শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
- সামাজিক নিরাপত্তা**
- মানবসম্পদের উন্নয়ন
- ঋণ ও সুদ পরিশোধ
- আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা পরিষদ
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন

CamScanner

পণ্য কর

সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো পণ্য কর। পণ্য করের মধ্যে উপাদানগুলো হলো-

(ক) মূল্য সংযোজন কর (মূসক/ভ্যাট)
(খ) আমদানি শুল্ক
(গ) আবগারি শুল্ক
(ঘ) সম্পূরক শুল্ক
(ঙ) রপ্তানি শুল্ক
(চ) অন্যান্য কর ও শুল্ক

সরকারি ঋণের উৎসমূহ

অভ্যন্তরীণ উৎস	ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ, অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
বৈদেশিক উৎস	বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সরকার।

আয়কর ও সরকারি ঋণ

আয়করের গুরুত্ব	সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য
▪ নিশ্চয়তা	▪ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ
▪ স্থিতিস্থাপকতা	▪ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা
▪ উৎপাদনশীলতা	▪ ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন
▪ কর ফাঁকি হ্রাস	▪ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি
▪ মুদ্রাস্ফীতি রোধ	▪ উৎপাদন বৃদ্ধি
▪ নাগরিক চেতনা	▪ কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ
	▪ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

✦ *প্রত্যক্ষ করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'আয়কর'।*

অনুশীলনী

01. স্বল্পমেয়াদি ঋণের যোগানের উৎস কোনটি?
A. সরকারি বন্ড B. শেয়ার সার্টিফিকেট
C. কর্পোরেট বন্ড D. বাণিজ্যিক ব্যাংক

02. কোনো রূপ সুবিধা ছাড়ই সরকারকে যে অর্থ দেয়া হয় তাকে কী বলে?
A. ফি B. সুদ
C. কর D. ঋণ

03. VAT এর পূর্ণরূপ কী?
A. Value and Tax
B. Valuable Actual Tax
C. Very Agrressive Tax
D. Value Add Tax

04. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস কোনটি?
A. গ্রামীণ ব্যাংক B. সোনালী ব্যাংক
C. বাংলাদেশ ব্যাংক D. বিশ্ব ব্যাংক

05. সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত কোনটি?
A. সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন B. কৃষি কাঠামো উন্নয়ন
C. দেশ রক্ষা ও প্রতিরক্ষা D. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

06. কোনটির বিনিময়ে ভোক্তা বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে?
A. আয় কর B. বিক্রয় কর
C. রেজিস্ট্রেশন ফি D. প্রমোদ কর

07. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের কোনটিতে 'সেবাখাতের আয়' অন্তর্ভুক্ত হয়?
A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর
C. কর ব্যতীত প্রাপ্তি D. অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন

08. কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি?
A. প্রশাসনিক রাজস্ব B. বাণিজ্যিক রাজস্ব
C. পরোক্ষ কর D. অনুদান

09. যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে এ ধরনের করের উদাহরণ হলো-
A. বিক্রয় কর B. আয় কর
C. আমদানি শুল্ক D. রপ্তানি শুল্ক

10. কোনটি উৎপাদনশীল ঋণ?
A. কৃষি ঋণ B. ভোক্তা ঋণ
C. যুদ্ধ ঋণ D. নিষ্ক্রিয় ঋণ

11. অনুৎপাদনশীল ব্যয় কোনটি?
A. শিক্ষা B. স্বাস্থ্য
C. যুদ্ধ D. অবকাঠামো

12. সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি?
A. সেতু নির্মাণ B. রাস্তা নির্মাণ/বয়স্কভাতা
C. কর্মচারীদের বেতন D. কৃষি উন্নয়ন

13. কোন ব্যয়টি স্থানীয় সরকারের ব্যয়?
A. সম্প্রীতি রক্ষা B. বিচার বিভাগ
C. সাহায্য ও মঞ্জুরি D. পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি

14. প্রশাসনিক রাজস্ব কোনটি?
A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর
C. জামানত বাজেয়াপ্ত D. বিমান ভাড়া

15. কোনটি স্থানীয় ব্যয়
A. প্রতিরক্ষা B. কালভার্ট নির্মাণ
C. সাধারণ প্রশাসন D. বিচার বিভাগ

উত্তরমালা									
01	D	02	C	03	D	04	D	05	D
06	C	07	C	08	D	09	B	10	A
11	C	12	C	13	A	14	C	15	B

16. কোনটি রাজস্ব বহির্ভূত আয়?
A. আয় কর B. ফি C. জরিমানা D. সরকারি ঋণ

17. অনুদান ও দান কী ধরনের রাজস্ব?
A. কর রাজস্ব B. কর বহির্ভূত রাজস্ব
C. বিশেষ ধরনের আদায় D. বিবিধ আয়

18. কোন উৎস হতে আয় প্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে কম?
A. আয় কর B. মূল্য সংযোজন কর
C. রপ্তানি শুল্ক D. আমদানি শুল্ক

19. কোনটি সরকারি ঋণের নিজস্ব উৎস?
A. বিশ্বব্যাংক B. আইএমএফ
C. এডিবি D. তফসিলি ব্যাংক

20. প্রশাসনিক ফি সরকারের কোন ধরনের প্রাপ্তি?
A. NBR ভুক্ত B. NBR বহির্ভূত
C. বাধ্যতামূলক D. কর বহির্ভূত

21. সরকার ঋণ নেয় কারণ-
A. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস B. ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন
C. উৎপাদন বৃদ্ধি D. B + C

22. সরকারে জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে না কোনটি?
A. কর B. ফি C. ঋণ D. B + C

23. সরকারের ব্যয়কে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

24. কর হলো-
A. স্বেচ্ছাধীন ও প্রত্যাশাহীন প্রদান
B. স্বেচ্ছাধীন ও প্রত্যাশাভিত্তিক প্রদান
C. বাধ্যতামূলক ও প্রত্যাশাহীন প্রদান
D. বাধ্যতামূলক ও প্রত্যাশাভিত্তিক প্রদান

25. স্বল্পমেয়াদি ঋণের যোগানের উৎস কোনটি?
A. সরকারি বন্ড B. শেয়ার সার্টিফিকেট
C. কর্পোরেট বন্ড D. বাণিজ্যিক ব্যাংক

26. কোনো রূপ সুবিধা ছাড়াই সরকারকে যে অর্থ দেয়া হয় তাকে কী বলে?
A. ফি B. সুদ C. কর D. ঋণ

27. কোনটি রাজস্ব বহির্ভূত আয়?
A. মূল্য সংযোজন কর B. সরকারি ঋণ
C. আয় কর D. আবগারি শুল্ক

28. কোন খাতে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ ব্যয় বহন করতে হয়?
A. শিক্ষা ও প্রযুক্তি B. কৃষি C. স্বাস্থ্য D. পরিবহণ

29. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস কোনটি?
A. গ্রামীণ ব্যাংক B. সোনালী ব্যাংক
C. বাংলাদেশ ব্যাংক D. বিশ্ব ব্যাংক

30. সরকারি আয়ের উৎস প্রধানত কত প্রকার?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

31. কর-রাজস্ব কত প্রকার?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

32. সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে-
A. কর রাজস্ব B. কর বহির্ভূত রাজস্ব
C. রপ্তানি শুল্ক D. সরকারি ঋণ

33. NBR বহির্ভূত কর কোনটি?
A. যানবাহন কর B. মূল্য সংযোজন কর
C. আমদানি শুল্ক D. আয় কর

34. কোনটি পরোক্ষ কর?
A. সম্পত্তি কর B. প্রমোদ কর
C. সঞ্চয় কর D. মুনাফা কর

35. সরকারি ব্যয়ের অর্থায়নের প্রধান উৎস কোনটি?
A. বৈদেশিক ঋণ B. রাজস্ব আয়
C. মূলধনী আয় D. টাকা ছাপানো

36. সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাজনিত ব্যয় হলো-
A. ভর্তুকি B. পেনশন
C. শিক্ষা খাতে ব্যয় D. স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়

37. কোনটি সরকারি আয়ের উৎস?
A. ভর্তুকি B. কর C. ত্রাণ D. পেনশন

38. সরকারের জনপ্রশাসন পরিচালন ব্যয় কোনটি?
A. উন্নয়ন ব্যয় B. উৎপাদনশীল ব্যয়
C. রাজস্ব ব্যয় D. মূলধনী ব্যয়

39. প্রত্যক্ষ করের সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি?
A. মূল্য সংযোজন কর B. ভূমিকর
C. আয় কর D. সম্পদ কর

40. কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
A. বিক্রয় কর/প্রমোদ কর B. মূল্য সংযোজন কর
C. আবগারি শুল্ক/বিক্রয় কর D. আয় কর/সম্পত্তি কর

41. কোনটি পরোক্ষ কর?
A. আয় কর B. বিক্রয় কর C. মুনাফা কর D. সম্পদ কর

42. অনুৎপাদনশীল ঋণ কোনটি?
A. সেবাখাতে ঋণ B. যুদ্ধের জন্য ঋণ
C. কৃষি ঋণ D. শিল্প ঋণ

43. কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনগুলো?
A. প্রশাসনিক রাজস্ব B. প্রমোদ কর
C. টোল ও লেভি D. A + C

44. পরোক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে-
A. বাণিজ্য শুল্ক B. আয় কর C. ভ্যাট D. A + C

45. প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে-
A. সম্পদ কর B. মুনাফা কর
C. আয় কর D. সবগুলো

উত্তরমালা									
16	D	17	B	18	C	19	D	20	D
21	D	22	D	23	A	24	C	25	D
26	C	27	B	28	A	29	D	30	A

উত্তরমালা									
31	A	32	A	33	A	34	B	35	B
36	B	37	B	38	C	39	C	40	D
41	B	42	B	43	D	44	D	45	D

দশম অধ্যায়: উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা বেশ পুরনো নয়। ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীলনকশা প্রস্তুত করা হয় এবং ১৯২৮ সাল থেকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'পরিকল্পনা' বা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

১. আর্থ-সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন
২. কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
৩. কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি
৪. শিক্ষার প্রসার
৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ
৬. জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি
৭. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
৮. সরকারি-বেসরকারি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে ৭টি পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ১টি দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ১৯৭৩-৭৮ এবং সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০২১-২৫ সাল পর্যন্ত।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২৫)

পরিকল্পনার প্রধান ৩টি খাত
➢ সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা। ➢ কর্মসংস্থান তৈরিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি। ➢ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা।
পরিকল্পনার লক্ষ্য
➢ ২০২৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগকে মোট জিডিপির ৩৭.৪%-এ উন্নীত করা। ➢ প্রত্যাশিত গড় আয়ু- ৭৪ বছরে উন্নীত করা। ➢ মাথাপিছু আয়- ৩১০৬ ডলারে উন্নীত করা।

অনুশীলনী

01. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী?
A. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন B. বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ
C. দারিদ্র্য দূরীকরণ D. মুদ্রাস্ফীতি রোধ

02. ADP-এর প্রকল্প বাস্তবায়নে কার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. ECNEC D. বাংলাদেশ

03. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা "রূপকল্প-২০২১" এর মেয়াদ কত?
A. ২০১১-২০২১ B. ২০১০-২০২১
C. ২০১০-২০২০ D. ২০১৫-২০২১

04. বিশ্বের কোন দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়?
A. যুক্তরাষ্ট্রে B. যুক্তরাজ্যে C. ফ্রান্সে D. রাশিয়ায়

05. কোনো অর্থনীতির উন্নয়ন নির্দেশক নীল-নকশা প্রণয়ন ও সম্ভাব্য বাস্তবায়নকে বলে-
A. বাজেট B. পরিকল্পনা
C. টেকসই উন্নয়ন D. অর্থায়ন

06. বাংলাদেশের ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনাকে বলা হয়-
A. রূপকল্প-২০২১ B. দশসালা পরিকল্পনা
C. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা D. পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

07. বাংলাদেশে কোন সময়কারে কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি?
A. ১৯৯৩-২০০০ B. ২০০৩-২০১০
C. ১৯৯০-১৯৯৫ D. ১৯৯৭-২০০২

08. সম্পদ বণ্টনের দিক থেকে পরিকল্পনা কত প্রকার?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

09. SDG কী?
A. Sustainable Develoment Goal
B. Super Development Goal
C. Super Democratic Goal
D. Super Demograhpic Goal

10. স্বাধীনতা পরবর্তী কয়টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?
A. ৪ B. ৩ C. ২ D. ১

11. বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কখন হতে গৃহীত হয়?
A. ১৯৭১ B. ১৯৭৩ C. ১৯৭৮ D. ১৯৮০

12. ADP কীসের ভিত্তিতে তৈরি হয়?
A. বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এর আলোকে
B. বার্ষিক রাজস্ব বাজেট এর আলোকে
C. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে
D. বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেট এর আলোকে

13. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য কীসের ওপর নির্ভর করে?
A. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার B. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার
C. বার্ষিক পরিকল্পনার D. কাঠামোগত পরিকল্পনার

14. নির্দেশমূলক পরিকল্পনার সমার্থক পরিকল্পনা কোনটি?
A. পুঁজিবাদী B. বিকেন্দ্রীয় C. প্ররোচিত D. কেন্দ্রীয়

15. প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো-
A. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা B. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা
C. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা D. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

উত্তরমালা									
01	A	02	C	03	B	04	D	05	B
06	C	07	B	08	B	09	A	10	D
11	B	12	C	13	C	14	D	15	B